Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জিনিয়া আক্তার

রোলঃ 227020051

২৬ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জিনিয়া আক্তার
রোলঃ 227020051

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জিনিয়া আক্তার, আইডিঃ 227020051 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

জিনিয়া আক্তার

(স্বাক্ষর)

জিনিয়া আক্তার

আইডিঃ 227020051

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৬ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত

ইলমের পরিচয়:

ইলমের শাব্দিক অর্থ: ইলম (জ্ঞান হচ্ছে) হচ্ছে জাহল(অজ্ঞতা)এর বিপরীত।আর ইলমের অর্থ হলো: কোন কিছুকে তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে দৃঢ় ভাবে জানতে পারা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: কিছু বিদ্বান বলেছেন কোন কিছুর প্রকৃত অবস্থা জানা।আর এটি অজানা ও অজ্ঞতার বিপরীত।অন্যান্য আলিম বলেছেন নিশ্চয়ই এর কোন কিছু প্রকৃত অবস্থা জানার চেয়েও অধিক তর সুস্পষ্ট। আর এখানে ইলম(জ্ঞান) দ্বারা আমাদের যেটি উদ্দেশ্য সেটি হলো "ইলমে শারঈ(ইসলামিক জ্ঞান)। ইলমে শারঈ দ্বারা উদেশ্য হলো:আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যে সব সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোর ইলম(জ্ঞান)।
সুতরাং যে ইলমের মাঝে গুন কীর্তনের প্রশংসা রয়েছে সেটিই ওহীর জ্ঞান এবং শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ইলম(জ্ঞান)।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَأْ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না , বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।

আল্লাহর কাছে ত্বলিবে ইলমের বিশাল মর্যাদা আর বিশাল ফজিলত আছে। একজন ত্বলিবে ইলম যে,রাসুল (সা:)এবং সমস্ত আম্বিয়াগণ (আ:)আল্লাহর কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন সেসব দামি জিনিসগুলো অর্জন করার জন্য আল্লাহ তাকে বাছাই করেছেন।

আম্বিয়া (আ:)সম্পদ রেখে যান না,দিনার এবং দিরহাম রেখে যান না।তারা ইলম রেখে যান। ইলমের ফাজায়েল ইলমের গুরুত্ব অনেক বেশি। এহন্য বুখারি (রহঃ) কিতাবুল ইলমের মধ্যে একটা অধ্যায় এই নামে রচনা করেছে।-"কথা বলার আগে ইলম আমলের আগে ইলম"।
একজন আমল করবে আগে ইলম দরকার;একজন মানুষ কথা বলবে; দ্বীনের কথা,মানুষকে হক্কের দিকে ডাকবে তো এর আগে তার ইলমের প্রয়োজন । মানে সমস্ত কিছুর শুরু ইলম দিয়ে ।
এজন্য আল্লাহ ইলম বৃদ্ধির দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন।

জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া

رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন

রব্বি যিদ্নী ‘ইল্মা-

দোয়ার প্রেক্ষাপট: ওহী মুখস্থকরণে তাড়াহুড়া না করে জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা কামনা করতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এরূপ নির্দেশনা প্রদান করেন। পৃথিবীর সকল মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধিতে আল্লাহর সাহায্য কামনায় এ দু'আ খুবই কার্যকর।

সূরা ত্বাহা - ২০:১১। (হিসনুল মুসলিম)
কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের মর্যাদা আল্লাহ পাক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আবার ঈমানদারদের মধ্যে যাদেরকে বিশেষ করে যাদের কে ইলম দেওয়া হয়েছে তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

"যাদের ইলম দেওয়া হয়েছে তাদের মর্যাদা কেবল বাড়বেই"।

ইলম হলো এমন নূর গুনাহ করলে যা মিটে যায়, গুনাহগার যা হাসিল করতে পারেনা। কিছু শব্দ শেখার নামই ইলম নয়। শুধু শব্দ জ্ঞানই ইলম নয়। ইলম প্রকৃতপক্ষে একটা নূর।পবিত্র কুরআনেও এ কথা এসেছে

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ
[المائدة :15] ﴾

আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব।
আলোচ্য আয়াতে ইলমকে নূর বলা হয়েছে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে রুহ।
যেমন

وَاَيَّدَہُمۡ بِرُوۡحٍ مِّنۡہُوَاَيَّدَہُمۡ بِرُوۡحٍ مِّنۡہُ
আল্লাহ পাক শক্তিশালী করেছেন ইলম দিয়ে।

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইলমকে সরাসরি নুর বলেছেন।

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ।

আমি তার জন্য নূর দিয়েছি যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে চলে।

ইলম এমন নুর যা থাকলে মনে কোন ভয়ডর থাকে না। চতুর্দিক থেকে শত্রু ঘিরে ফেললেও ঘাবড়ে যায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার একা পেয়ে এক বৃদ্ধ খাপখোলা তরবারি উচিয়ে বলেছিল,তোমাকে কে বাঁচাবে আমার হাত থেকে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন অত্যন্ত নিশ্চিত ভ ভাবে বলেছেন আল্লাহ বাঁচাবেন। আল্লাহ সেদিন বাঁচিয়েছেন। আলেমগণ ও তেমনি নির্ভীক হয়ে থাকেন। কারণ আল্লাহর ব্যাপারে তাদের রয়েছে পূর্ণ মারেফত। তারা জানেন, আল্লাহ যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। আর আল্লাহর কর্মে কোন না কোন হেকমত অবশ্যই থাকে। (বই:তালিবে ইলমের জীবন গঠন)

ইলমের মর্যাদা

১.ইলম অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে।

সুফিয়ান ইবন উয়াইনা(রহ:) কে ইলমের ফজিলত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর এ বাণীর প্রতি লক্ষ্য করোনি?এতে তিনি ইলম হাসিলের পর আমলের কথা বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

সূরা মুহাম্মাদ (আয়াত নং - ১৯)

٪ فَاعۡلَمۡ اَنَّہٗ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۡۢبِکَ وَلِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ ؕ وَاللّٰہُ یَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَکُمۡ وَمَثۡوٰىکُمۡ

অর্থঃ

সুতরাং (হে রাসূল!) জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং মুসলিম নর-নারীর জন্যও। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও তোমাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে জানেন।

এই আয়াতে আগে ইলম জানার কথা বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে আমলের (ক্ষমা চাওয়ার) কথা। এই আয়াতকে সামনে রেখে ইমাম বুখারী (রহ:) তদীয় সহিহ গ্রন্থের একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এমন শিরোনামে এ অধ্যায় "বলা ও করার আগে শেখার সম্পর্কে। অতএব,কথা ও কর্মের আগে ইলম অর্জনের অগ্রাধিকার। কারণ ইলম ছাড়া কোন আমল শুদ্ধ হয় না। আর প্রথমেই শিখতে হবে তাওহীদ তথা আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ববাদের ইলম। একে বলা হয় সুলুকের ইলম। যাতে করে আল্লাহর পরিচয় লাভ হয়। আকিদা শুদ্ধ করা যায়। নিজেকে চেনা যায় এবং কিভাবে নিজেকে বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করা যায় তাও জানা যায়।

২.ইলম দৃষ্টির আলো :

ইলম দৃষ্টির আলো। যা দিয়ে মানুষ বস্তুর হাকিকত ও বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারে। তবে এ কিন্তু চোখের দৃষ্টি নয়; এ হলো অন্তরের দৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা বলেন;

اَفَلَمۡ یَسِیۡرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ فَتَكُوۡنَ لَهُمۡ قُلُوۡبٌ یَّعۡقِلُوۡنَ بِهَاۤ اَوۡ اٰذَانٌ یَّسۡمَعُوۡنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعۡمَی الۡاَبۡصَارُ وَ لٰكِنۡ تَعۡمَی الۡقُلُوۡبُ الَّتِیۡ فِی الصُّدُوۡرِ

অর্থঃতবে কি তারা ভূমিতে চলাফেরা করেনি, যা দ্বারা তাদের এমন অন্তকরণ লাভ হত, যা দ্বারা তারা (সত্য) উপলব্ধি করত কিংবা এমন কান লাভ হত, যা দ্বারা তা শুনতে পেত। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় সেই হৃদয়, যা বক্ষদেশে বিরাজ করে।(সূরা আল হাজ্ব আয়াত ৪৬)।

এজন্যই আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন:আলেম ও অন্ধ। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন

﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ
[الرعد: 19]

যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তি সম্পন্ন। [সূরা রা'দ: 19]

৩.ইলম মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে :

যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ
[فاطر: 28]

বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।নিশ্চয় আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল ।(সূরা ফাতির আয়াত ২৮) ۩

আরেক আয়াতের আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ مِنۡ قَبۡلِهٖۤ اِذَا یُتۡلٰی عَلَیۡهِمۡ یَخِرُّوۡنَ لِلۡاَذۡقَانِ سُجَّدًا ۙ ۱۰۷وَّ یَقُوۡلُوۡنَ سُبۡحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنۡ كَانَ وَعۡدُ رَبِّنَا لَمَفۡعُوۡلًا۱۰۸ .وَ یَخِرُّوۡنَ لِلۡاَذۡقَانِ یَبۡكُوۡنَ وَ یَزِیۡدُهُمۡ خُشُوۡعًا ۩ ۱۰۹

নিশ্চয় এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, ‘আমাদের রব্ব মহান,

পবিত্র; আমাদের রব্বের ও'য়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। (সূরা বনি ইসরাইল আয়াত১০৭ - ১০৯)

৪.ইলম জন্য দুয়া করা :

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন।ইলমের মর্যাদা হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

এবং তুমি বলো,' হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন (সুরা ত্বহা,আয়াত ১১৪)
ইমাম কুরতুবী(রহ:) বলেন,যদি ইলম থেকে উত্তম কিছু থাকত তবে আল্লাহ তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাই বৃদ্ধির প্রার্থনা করতে বলতেন। যেমন তিনি এই আয়াতে ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন।

৫.ইলম উত্তম জিহাদ:

জিহাদের একটি প্রকার হলো প্রমাণ ও দলিলের মাধ্যমে জিহাদ করা। এটি নবীর উত্তরাধিকারী নেতৃবৃন্দের জিহাদ। মুখ ও হাতের জিহাদ থেকে এটি উত্তম। কারণ ইলম অর্জনে বেশি কষ্ট করতে হয় এবং এর শত্রু ও বেশি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرً.افَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতাম সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম জিহাদ কর (সূরা আল ফুরকান আয়াত ৫১-৫২)

ইবনুল কাইয়ুম (রহ:)বলেন, (

এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের সাহায্যে জিহাদ। জিহাদের প্রকারদ্বয়ের মধ্যে এটিই বড়। একে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও বলা হয়। কারণ মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করত না। তারা বরং দৃশ্যতো মুসলিমদের দের সঙ্গেই থাকতো। কখনো তারা মসজিদের সঙ্গে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েই শরিক হত।এতদ সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
[التحريم: 9]

হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা তাহরীম,আয়াত ৯)।

আর বলা বাহুল্য মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয় কুরআন ও প্রমাণের মাধ্যমে। উদ্দেশ্য হলো, জিহাদ ইলম অর্জনএবং মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান সবগুলোই সাবিলুল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তা। (দেখুন ইবনুল কাইয়ুম, মিফতাহু দারিস সাআদা:২/৭০)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

" مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ " .

যে ব্যাক্তি আমার এই মসজিদে কোন উত্তম বিষয় শিক্ষা দানের জন্য বা শিক্ষা লাভের জন্য আসে, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদরত ব্যাক্তির মর্যাদাসম্পন্ন স্থানীয়। আর যে ব্যাক্তি ভিন্নতর উদ্দেশে আসে, সে অপরের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর তুল্য।(ইবনে মাজাহ :২২৭ সহীহ সনদে বর্ণিত)

৬:ইলম প্রচারে প্রতিযোগিতা

আল্লাহ তায়ালা কেবল দুটি বিষয়ে পরস্পর হিংসা (ইর্ষা)পোষণ বৈধ রেখেছেন :সম্পদ ব্যয় এবং ইলম ব্যায়।এটি করা হয়েছে এ দুই জিনিসের মর্যাদা হেতু।আর মানুষকে নানা ধরনের কল্যাণ আহরণে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন :আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

" لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ".

'কেবল দুই ব্যক্তিকে হিংসা করার অনুমতি রয়েছে :ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন। অতঃপর তাকে সে সম্পদ হকের পথে ব্যয় করতে ন্যস্ত করেছেন। আর

ওই ব্যক্তি যাকে তিনি হিকমাহ বা ইলম দান করেছেন। ফলে সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তার শিক্ষা দেই।'(বুখারী ৭৩)

৭:ইলম ও দ্বীন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য আল্লাহর মহাদান :

আল্লাহ যাকে দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করেন তিনিই প্রকৃত তাওফিক প্রাপ্ত। কেননা দ্বীনি বিষয়ে প্রাজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য আল্লাহর এক মহাদান। মুয়াবিয়া ইগন সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللهُ وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ

আল্লাহ যার কল্যান চান তিনি তাকে দীন বিষয়ে গভীর ইলম দান করেন। (বুখারী ৭৩১২, মুসলিম ২৪৩৯)

৮.ইবাদতের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশি

ইবাদতের চেয়ে এ ইলমের গুরুত্ব বেশি। কারণ ইলমের মর্যাদা হেতুগুলোর একটি হলো তা ইবাদতের প্রতি ধাবিত করে। আর যে ইলম হাসিলে পথ অতিক্রম করে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ হয়ে যায়।

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

فضلُ العلمِ أحبُّ إليَّ من فضلِ العبادةِ وخيرُ دِينكمُ الورَعُ،

'ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা ইলমের মর্যাদা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আর তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হ'ল আল্লাহভীতি'।[17]

হুযায়ফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ

'ইলমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হ'ল সংযমশীলতা'।[18]

৯.ইলম পানাহার অপেক্ষা অধিক জরুরী: মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানাহারের প্রয়োজন যেমন, ইলমের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এমনকি কোনটা খাবে,

কোনটা খাবে না সেটাও ইলমের মাধ্যমেই নির্ধারণ করতে হবে। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন,

الناس مُحْتَاجُون إلى العِلْم أكثر مِن حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يُحْتَاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعِلْم يُحْتَاج إليه بِعَدَد الأنفاس

‘মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন বেশী। কারণ খাদ্য ও পানীয় দিনে একবার বা দু’বার প্রয়োজন। আর জ্ঞানের প্রয়োজন শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ’।[19]

১০.ইলম নবীদের উত্তরাধিকার:প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হন। নবীগণ মৃত্যুর সময় মীরাছ হিসাবে ইলম রেখে গেছেন। তাই যারা ইলম অর্জন করতে পারল তারাই নবীগণের প্রকৃত উত্তরাধিকার হ’ল। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ،

‘অবশ্যই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাছ হিসাবে রেখে গেছেন ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে’।[20]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদীনার বাযার অতিক্রম করছিলেন। তখন বাযারে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বাযারের লোক সকল! কিসে তোমাদেরকে অপারগ করল? তারা বলল, উহা কি হে আবূ হুরায়রাহ? তিনি বললেন, ওখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মীরাছ বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে? তোমরা সেখানে গিয়ে কিছু অংশ নাও না কেন? তারা বলল, উহা কোথায়? তিনি বললেন, মসজিদে। একথা শুনে তারা সেখানে ছুটে গেল। আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে এল। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি করলে? তারা বলল, হে আবূ হুরায়রাহ! আমরা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কোন কিছু বণ্টন হচ্ছে তা তো দেখলাম না? আবূ হুরায়রা বললেন, তোমরা মসজিদে কাউকে দেখতে পাওনি? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা দেখেছি কিছু লোক ছালাত আদায় করছে, কিছু লোক কুরআন তেলাওয়াত করছে, কিছু লোক হালাল-হারামের বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করছে। তখন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আফসোস তোমাদের জন্যে! ওটাই তো মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মীরাছ’।[21]

১১.আকিদা ও আমল সহীহ হওয়ার ভিত্তি ইলম : কথা ও কাজের পূর্বশর্ত হ'ল ইল্ম। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إن العلم إمام العمل، وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لايكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضر عليه، كما قال بعض السلف :من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

'নিশ্চয় ইলম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইল্মের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইল্মের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহ'লে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন কোন সালাফ বলেছেন, ইলম ছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে'।[16]

১২ সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম. সকল মানুষই সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সম্পদের তুলনায় ইলম অনেক বেশী উপকারী ও উত্তম। আলী (রাঃ) বলেন,

العلمُ خيرٌ مِن المالِ، العلمُ يحرُسُكَ، وأنتَ تحرُسُ المال، المالُ يُنقِصُه النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاقِ،

'সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়'।[22] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, অনেক দিক থেকে সম্পদের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশী।[23] যেমন- ক. ইলম হ'ল নবীগণের মীরাছ, আর সম্পদ হ'ল ধনীদের মীরাছ। খ. নিশ্চয়ই ইলম তার মালিককে পাহারা দেয়, কিন্তু সম্পদ মালিককে পাহারা দেয় না, বরং মালিককে তার সম্পদ পাহারা দিতে হয়। গ. সম্পদ খরচ করলে কমে যায়, আর ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়। ঘ. নিশ্চয়ই মালের মালিক মারা গেলে তার থেকে মাল পৃথক হয়, আর ইলম তার মালিকের সাথে কবরে প্রবেশ করবে। ঙ. সম্পদের উপর ইলমের হুকুম প্রযোজ্য হয় কিন্তু ইলমের উপর সম্পদের হুকুম প্রযোজ্য হয় না। চ. সম্পদ মুমিন-কাফের ও ভালো-মন্দ সকলে অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপকারী ইলম মুমিন ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না। ছ. সম্পদ মানুষকে অবাধ্যতা, অহংকার ও হিংসার দিকে নিয়ে যায় আর ইলম মানুষকে বিনয় ও আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। জ. সম্পদের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ইলমের মালিকের দরিদ্র

হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ঝ. নিশ্চয় ইলম মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে আর সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে। ঞ. সম্পদশালী মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আলেম আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে।

১৩;ইলম ক্ষতি থেকে বাঁচায়: দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি থেকে বাচার জন্য সূরা আছরে আল্লাহ চারটি গুণের কথা বলেছেন তান্মধ্যে ঈমান তথা ইল্ম হ'ল প্রথম। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ-

'নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' (আছর ১০৩/২-৩)। মূলতঃ জানার নামই ঈমান। আর ঈমানের পূর্ব শর্ত হ'ল ইলম (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ইলমের প্রয়োজন। ইমাম শাফেঈ বলেন,

من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا

'যে দুনিয়া চায় তার জন্য ইলম অর্জন করা যরূরী, যে আখেরাত চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী। আর যে (দুনিয়া ও আখিরাত) উভয়টিই চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী'।[25]

১৪.আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে জ্ঞান দান করেন :মু'আবিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন'।[26] আর যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেন তাকেই মূলতঃ সর্বিক কল্যাণ দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ،

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তত জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না' (বাক্বারাহ ২/২৬৯)। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم،

‘নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখেরাতে যে মর্যাদা লাভ করেছে, তা ইলমের জন্যই লাভ করেছে’।[27]

ছাহাবীগণ ভিন্ন ভিন্ন ইলমে পারদর্শী ছিলেন। কেউ হাদীছ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ), আনাস (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআন লিখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। যেমন যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ), মু‘আবিয়া (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআনের তাফসীরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)। কেউ আবার শৈশবেই গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যেমন-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)। ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) একদা বললেন, গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে অবগত কর সেটি কি গাছ? তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা হ’ল, সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (ছোট হওয়ায়) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদের বলে দিন, সেটি কি গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ’।

ইলমের কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয় : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ‘হয়তো তার অসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ’।[29]

১৫.ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত: আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নে‘মত হ’ল ইলম। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন,

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا-

‘আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহর করুণা অসীম’ (নিসা

৪/১১৩)। আর যাকে এই ইলম দেওয়া হয়েছে তাকেই মূলত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا،

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' (বাক্বারাহ ২/২৬৯)। আল্লাহ ইলমের মত নে'মত তাঁর প্রিয় বান্দা তথা নবী-রাসূলদেরকে দিয়েছেন। যেমন- ইউসুফ (আঃ) (ইউসুফ ১২/২২), মূসা (আঃ) (ক্বাছাছ ২৮/১৪), ঈসা (আঃ) (মায়েদাহ ৫/১১০), দাঊদ (আঃ) (ছোয়াদ ৩৮/২০), সোলায়মান (আঃ) (আম্বিয়া ২১/৭৯;নামল ২৭/১৫)।

১৬. মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে : দুনিয়াতে ইলম যেমন মর্যাদার বস্তু তেমনি মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ :صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ،

'আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; ছাদাক্বাহ জারিয়াহ অথবা ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[30] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

'মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হ'তে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয় তা হ'ল সেই ইলম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান, যাকে রেখে সে মারা গেছে অথবা কুরআন, যা সে মীরাছরূপে ছেড়ে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে অথবা মুসাফিরখানা, যা সে পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে অথবা পানির নালা, যা সে প্রবাহিত করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় দান করে গেছে। এসব কর্মের ছওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে'।

১৭.রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে নামানোর সময় আলেমদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ওহোদের শহীদগণের দু’দু’জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

‘তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু’জনের কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হ’লে প্রথমে তাঁকে কবরে রাখতেন। অতঃপর এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেনন

কুরআনের আলোকে ইলম অর্জনের গুরুত্ব

উপক্রমনিকাঃ

বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানব জাতিকে তাদের পার্থিব জীবনে সঠিক পথনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে যুগে যুগে অসংখ্য নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। প্রেরিত পুরুষ নাবী-রাসূলদের নিকট আল্লাহ তাআ'লা হেদায়েতের যে বাণী পাঠিয়েছেন তাকে বলা হয় ওহী। যুগে যুগে প্রেরিত নাবী-রাসূলদের মধ্য থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী এবং রাসূল হলেন বিশ্বনাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর উপর অবতারিত কিতাব কুরআনূল কারীম গোটা মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যবান নি:সৃত বাণীকে বলা হয় সুন্নাহ বা হাদীস। ওহী বলতে কুরআন ও সুন্নাহ দু'টোকেই বুঝানো হয়ে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ, মুক্তি ও সফলতা। তাই কুরআন-সূন্নাহর জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, একমাত্র ওহীভিত্তিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই ইসলামী শরীয়ার হালাল-হারাম, করনীয় ও বর্জনীয় বিষয় জানা সম্ভব হতে পারে। কোন পথে চললে আমাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ ও সফলতা, আর কোন পথে রয়েছে ব্যর্থতা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে

শাস্তি ও লাঞ্ছনা, তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। অতএব দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও মুক্তি পেতে হলে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের বিকল্প কোন পথ নেই। আর কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ কুরতে হলে উহার জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

কুরআনুল কারীমের আলোকে দ্বীনী ইলম শিক্ষার গুরুত্ব :
১.প্রথম ওহী "পড়ুন" :

قا ل الله سبحا نه وتعا لى

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ-)سورة زمر –أية 01(*

পড়ো তোমার প্রভূর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ।

ব্যাখ্যা :
ইসলাম ধর্মের আগমনে পৃথিবীবাসী মানুষের জন্য জাগতিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার শিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত হয়েছে। ইসলামের তথা, আল কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত বাণীটিই হচ্ছে- اقرأ অর্থাৎ, পড়ুন। এখান থেকে অনুধাবন করা যায়, ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য জ্ঞানের দ্বার কিভাবে উম্মুক্ত করে দিয়েছে।

২.আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান .

জ্ঞানী ও মূর্খ কখনো সমান হতে পারে না।

قا ل الله تبارك وتعا لى :
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يعلمون)الزمر 9- (

হে নবী আপনি বলে দিন, যে ব্যক্তি (কুরআন-সুন্নাহ তথা শরীয়াতের বিধান) জানে আর যে জানে না, তারা কি উভয়ে সমান গতে পারে? তার মানে কখনই সমান হতে পারে না।

৩.যাদেরকে দ্বীন ইলমের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে ওইসব লোকদের উপর, যারা জানে না।

: قال الله سبحا نه وتعا لى
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ)المجادلة-11*

তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে দ্বীন ইসলামের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদেরকে বিশেস সন্মান বা মর্যাদা দান করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা :
আলোচ্য আয়াতে কারীমা দ্বারা একথা প্রতীয়মান হলো যে, ঈমান্দার ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যাদেরকে ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিশেষ সন্মানে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ- তাদের মস্তকে মর্যাদার বিশেষ মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন।

০৪.অন্য আয়াতে কারীমার ইরশাদ হয়েছে -

: قال الله تبارك وتعا لى
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *
-(العمران-18)

ইরশাদ হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়লা স্বয়ং এ কথার উপর স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আল্লাহর স্বাক্ষ্যের পাশাপাশি একথার স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন ফেরেশ্তামন্ডলী ও ওলামায়ে কেরাম। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

ব্যাখ্যা :
আলোচ্য আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তায়ালা তার সত্তার একত্ববাদের স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। প্রথমে তিনি নিজে, দ্বিতিয় পর্যায়ে ফেরেশ্তামন্ডলী ও তৃতীয় পর্যায়ে ওলামায়ে কিরামের

কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, মর্যাদার দিক থেকে (নাবী-রাসূল ব্যতিত) ফেরেশ্তাকুলের পরেই ওলামায়ে কেরামের অবস্থান।

৫.আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন যারা ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী তথা আলিম তারাই আল্লাহকে ভয় করে।

قا ل الله تعالى :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَماء –)الفا طر -28 (*

একমাত্র (ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী) আলিমগণই আমাকে ভয় করে থাকে।

০৬.আল্লাহ তাআলা আর ও ইরশাদ ফরমান:

قال الله تعا لى :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)النحل-43(•

তোমরা যারা জানো না, যারা জানে তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।

৭.একমাত্র আলিম গনই ভালো-মন্দ ও হক বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে

• وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ-(العنكبوت)

একমাত্র আলেমগণই ভাল-মন্দ ও হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।

হাদিসের আলোকে ইলম অর্জনের গুরুত্ব :

وَعَنِ ابنِ مَسعُود رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». متفقٌ عَلَيْهِ

১৩৮৫। ইবনে মাসউদ() হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "কেবল দু'জন আলাইহি ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। আর সেই লোক যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যার বদৌলতে সে বিচার- ফায়সালা ক'রে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম) ৩৮৬

এখানে ঈর্ষা বলতে, অপরের ধন ও জ্ঞান দেখে মনে মনে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। সেই সাথে এই কামনা থাকে না যে অপরের ধ্বংস হয়ে যাক। (রিয়াদুস স্বলেহীন. ১৩৮৫ নং হাদিস)।

وَعَن أَبي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: قَال

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً ؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ، وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ ؛ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأساً، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» . متفقٌ عَلَيْهِ

আবু মূসা তো হতে বর্ণিত, রসূল (স) বলেন, "যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা ঐ বৃষ্টি সদৃশ যা যমীনে পৌঁছে। অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শাষণ করে। অতঃপর তা ঘাস এবং প্রচুর শাক-সব্জি উৎপন্ন করে। এবং তার এক অংশ চাষের অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায়। তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত ঐ যাক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করলেন। সুতরাং সে (নিজেও) শিক্ষা করল এবং (অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠাল না এবং আল্লাহর

সেই হিদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।” (বুখারী ও মুসলিম) ৩৮৭ (রিয়াদুস স্বলেহীন হাদিস নং ১৩৮৬)।

١٣٨٧/٤ .وعن سهل بن سعد الله :أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله ، قَالَ لِعَلِيِّ عَه :» فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ

رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ « .متفق عَلَيْهِ

সাহল ইবনে সা'দ (৫) হতে বর্ণিত, নবী) (খায়বার যুদ্ধের সময়) আলীকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎপথ দেখান, তবে তা (আরবের মহামূল্যবান) লাল উটনী অপেক্ষা উত্তম হবে।" (রিয়াদুস স্বলেহীন হাদিস নং ১৩৮৭)।

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا :أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ« مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ« .رواه البخاري

আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আম্‌র ইবনে আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “আমার পক্ষ থেকে জনগণকে (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়। বনী-ইসরাঈল থেকে (ঘটনা) বর্ণনা কর, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা (বা জাল হাদীস) আরোপ করল, সে যেন নিজ আশ্রয় জাহান্নামে বানিয়ে নিলো।”

ফুটনোট: (সহীহুল বুখারী ১০৭, ইবনু মাজাহ ৩৬, আবূ দাউদ ৩৬৫১, আহমাদ ১৪১৬, ১৪৩১, দারেমী ২৩৩)

(রিয়াদুস স্বলেহীন, হাদিস নং ১৩৮৮)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

** (প্রকাশ থাকে যে, বনী-ইস্রাঈল হতে কেবল ইসলাম সমর্থিত হাদীস বর্ণনা করতে পারা যায়। ব্যাপকভাবে তাদের সব রকম হাদীস গ্রহণ করা সমীচীন নয়। আর রসূল)-এর নামে মিথ্যা আরোপ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ফলে হাদীস অতি সতর্কভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক এবং জাল ও দুর্বল হাদীস থেকে বিরত থাকা নৈতিক কর্তব্য। সহীহ-যয়ীফ হাদীসের গ্রন্থ ও কম্পিউটার প্রোগাম বর্তমানে প্রায় সর্বত্র সুলভ। সুতরাং হাদীস সম্বন্ধেও যাচাই-বাছাই করা মুসলিমদের একটি দ্বীনী কর্তব্য।)

*** সহীহুল বুখারী ৭৯, মুসলিম ২২৮২, আহমাদ ২৭৬৮২

** সহীহুল বুখারী ২৯৪২, ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০, মুসলিম ২৪০৬, আবু দাউদ ৩৬৬১, আহমাদ ২২৩১৪ *** সহীহুল বুখারী ১০৭, ইবনু মাজাহ ৩৬, আবূ দাউদ ৩৬৫১, আহমাদ ১৪১৬, ১৪৩১, দারেমী ২৩৩।

،وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
قَالَ :»وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ« .رواه مسلم

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে; যাতে সে বিদ্যা অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।”

ফুটনোট: (মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫৪, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪)

(রিয়াদুস স্বলেহীন, হাদিস নং ১৩৮৯)
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ।

وَعَنه أَيضاً رضي الله عنه :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
«مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً»
رواه مسلم .

উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান জানাবে, সে তার অনুসারীদের সমতুল্য নেকীর অধিকারী হবে; তাতে তাদের নেকীর কিছুই হ্রাস পাবে না।"

ফুটনোট: (মুসলিম ২৬৭৪, তিরমিযী ২৬৭৪, আবূ দাউদ ৪৬০৯, আহমাদ ৮৯১৫, দারেমী ৫১৩)

(রিয়াদুস স্বলেহীন, হাদিস নং ১৩৯০)
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

وَعَنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم :»إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ :صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ« .رواه مسلم

উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; সাদকাহ জারিয়াহ (বহমান দান খয়রাত, মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন করে দেওয়া ইত্যাদি) অথবা ইল্‌ম (জ্ঞান সম্পদ) যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য নেক দু'আ করতে থাকে।"

ফুটনোট: (মুসলিম ১৬৩১, তিরমিযী ১৩৭৬, নাসায়ী ৩৬৫১, আবূ দাউদ ২৮৮০, ৩৫৪০, আহমাদ ৮৬২৭, দারেমী ৫৫৯)

রিয়াদুস স্বলেহীন, হাদিস নং ১৩৯১
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ।

وَعَنه، قَالَ :سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :»الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَمَا وَالاَهُ، وَعَالِماً، أَوْ مُتَعَلِّماً« .رواه الترمذي وقال :حديث حسن

উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, “ইহজগৎ অভিশপ্ত, এর মধ্যে যা কিছু আছে সব অভিশপ্ত। তবে মহান আল্লাহর যিক্র ও তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া (তাঁর আনুগত্য) এবং আলেম অথবা তালিবে ইলমের কথা স্বতন্ত্র।”

ফুটনোট: (তিরমিযী ২৩২২, ইবনু মাজাহ ৪১১২)

(রিয়াদুস স্বলেহীন, হাদিস নং ১৩৯২)
হাদিসের মান: হাসান হাদিস
সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ।

وَعَنْ أنسٍ رضي الله عنه، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : »مَن خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ، فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ« رواهُ التِرْمِذيُّ وقال :حديثٌ حَسنٌ .

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে লোক জ্ঞানার্জন করার জন্য বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের মাঝে) আছে বলে গণ্য হয়।

ফুটনোট: (ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন) (প্রথমে হাদীসটিকে যঈফ (দুর্বল) বললেও পরবর্তীতে শাইখ আলবানী হাসান লিগাইরিহি আখ্যা দেন। দেখুন “সহীহ্ তারগীব অত্তারহীব” (৮৮) ও “মুখতাসারু কিতাবিল ই‘লাম বেআখিরি আহকামিল আলবানী আলইমাম” (২২০)। অতএব এ হাদীসটি দুর্বল নয় বরং হাসান লিগাইরিহি।)

রিয়াদুস স্বলেহীন, হাদিস নং **১৩৯৩**
হাদিসের মান: হাসান লিগাইরিহি
সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ।

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِي رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :»لَنْ يَّشْبَعَ مُؤمِنٌ مِّنْ خَيْرٍ حَتّىٰ يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ« .رواهُ الترمذيُّ، وقَالَ :حديثٌ حسنٌ .

আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মু‘মিনকে কল্যাণ (দ্বীনের জ্ঞান) কখনো তৃপ্তি দিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শেষ গন্তব্য জান্নাতে পৌঁছে।

ফুটনোট: যঈফ (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসানা বলেছেন) (আমি (আলবানী) বলছিঃ বরং হাদীসটি দুর্বল। যেমনটি আমি “আলমিশকাত” গ্রন্থে (২২২) এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য আবুল হায়াসাম হতে বর্ণনাকারী দাররাজের বর্ণনা সহীহ্ নয় বরং দুর্বল। শু‘য়াইব আলআরনাউতও হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ্ নায়াঅনী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থঃ “মাজমূ‘আতুল আহাদীসুয য‘ঈফাহ্ ফী কিতাবি রিয়াযিস সালেহীন” (২৬)।)

(রিয়াদুস স্বলেহীন, হাদিস নং ১৩৯৪)
হাদিসের মান: দুর্বল হাদিস
সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ।

وَعَن أَبي أُمَامَة رضي الله عنه :أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ :»فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ« ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم :إنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ« .رواه الترمذي، وقال :حديث حسن

আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘‘আলেমের ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের উপর।’’ তারপর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘‘নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাকুল, আসমান-যমীনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিঁপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দু‘আ করে থাকে।’’

ফুটনোট: (তিরমিযী ২৬৮৫, দারেমী ২৮৯)

(রিয়াদুস স্বলেহীন হাদিস নং ১৩৯৫)
হাদিসের মান: হাসান হাদিস
সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ।

وَعَن أَبي الدَّردَاءِ رضي الله عنه، قَالَ :سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله . عليه وسلم، يَقُولُ :»مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ، وَإنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ، وَإنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، وَإنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَظٍّ وَافِرٍ« .رواه أَبُو داود والترمذي

আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আর ফিরিশ্‌তাবর্গ তালেবে ইলমের জন্য তার কাজে প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেম ব্যক্তির জন্য আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। আবেদের উপর আলেমের ফযীলত ঠিক তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত। উলামা সম্প্রদায় পয়গম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইল্মের (দ্বীনী জ্ঞানভাণ্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পূর্ণ অংশ লাভ করল।”

ফুটনোট: (আবূ দাউদ ৩৬৪১, দারেমী ৩৪২)

রিয়াদুস স্বলেহীন হাদিস নং ১৩৯৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

وَعَنِ ابنِ مَسعُود رضي الله عنه قَالَ :سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ :»نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ« .رواه الترمذي، وقال :حديث حسن صحيح

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করুন, যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে (আমার কোন) হাদীস শুনে যথাযথরূপে হুবহু অপরকে পৌঁছে দেয়। কেননা, যাকে হাদিস বর্ণনা করা হয় এমনও হতে পারে যে, সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও স্মৃতিধর।”

ফুটনোট: (তিরমিযী ২৬৫৭, ২৬৫৮, দারেমী ৩৪২)

(রিয়াদুস স্বলেহীন, হাদিস নং ১৩৯৮)
হাদিসের মান: হাসান হাদিস
সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ।

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم :»مَنْ سُئِلَ عَن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ« .رواه أَبُو داود والترمذي، وقال :حديث حسن

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যাকে ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ক কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে (যদি উত্তর না দিয়ে) তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে (জাহান্নামের) আগুনের লাগাম পরানো হবে।"

ফুটনোট: (তিরমিযী ২৬৪৯, ইবনু মাজাহ ২৬৬, আহমাদ ৭৫১৭, ৭৮৮৩, ৭৯৮৮, ৮৩২৮, ৮৪২৪, ১০০৪৮)

(রিয়াদুস স্বলেহীন, হাদিস নং ১৩৯৮)
হাদিসের মান: হাসান হাদিস
সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ।

وَعَنهُ، قَالَ :قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم :»مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ - لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ - يَعْنِي :رِيحَهَا .رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না।”

ফুটনোট: (আবূ দাউদ ৩৬৬৪, ইবনু মাজাহ ২৫২, আহমাদ ৮২৫২)

(রিয়াদুস স্বলেহীন, হাদিস নং ১৩৯৯)
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ।

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ :سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :»إنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .متفقٌ عَلَيْهِ

'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আম্‌র ইবনে আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, “নিঃসন্দেহে আল্লাহ লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইল্‌ম তুলে নেবেন না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম তুলে নেবেন (অর্থাৎ, , আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে।) অবশেষে যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনে ফতোয়া দেবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।”

ফুটনোট: (সহীহুল বুখারী ১০০, ৭৩০৭, মুসলিম ২৬৭৩, তিরমিযী ২৬৫২, ইবনু মাজাহ ৫২, আহমাদ ৬৪৭৫, ৬৭৪৮, ৬৮৫৭, দারেমী ২৩৯)

(রিয়াদুস স্বলেহীন, হাদিস নং ১৪০০)
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

আকাবিরের দৃষ্টিতে ইলমের গুরুত্ব

ইলমের ফযীলত সম্পর্কে আকাবির তথা পূর্বসূরীদের চমৎকার সব বাণী পাওয়া যায়।

এক. হযরত ঈসা আ. বলেন,

مَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ فَذَاكَ يُدْعِي عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ .

'যে ইলম হাসিল করে এবং এর ওপর আমল করে, আসমানের রাজ্যে তাকে মহামনীষী হিসেবে ডাকা হয়। ২৪]

দুই. হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন,

مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدي بِهَا .

'আসমানে তারকারা যেমন যমিনে আলেমগণও তেমন; তাদের মাধ্যমে হেদায়েত পাওয়া যায়।' অর্থাৎ তারকারা হলো আসমানের সৌন্দর্য আর আলেমগণ হলেন যমিনের সৌন্দর্য।

তিন, হযরত আবু বকর বদরী বলেন, আমি একবার সাহল ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট গেলাম। আমার হাতে কলম দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি লেখালেখি করো? আমি বললাম, হ্যাঁ, কিছু কিছু লিখি। তখন তিনি বলেন, দোয়া করি, মৃত্যুর সময় যেনো তোমার হাতে কলম থাকে।

মনীষীগণ বলেন,

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْد.

'ইলম অন্বেষণ কর দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।' অর্থাৎ সারা জীবন ধরেই কিছু না কিছু শিখতে থাক।

চার. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাওহীদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সঙ্গে আলেমদেরকেও সাক্ষী রেখেছেন-

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও। ২৫।

আল্লাহর বিধানমতে অবিশ্বস্ত কেউ সাক্ষী হতে পারে না। তো বোঝা গেলো, আলেমগণ আল্লাহর নিকট বিশ্বস্ত এবং সাক্ষীর উপযুক্ত।

পাঁচ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

النَّاسُ إِلي الْعِلْمِ أَحْوَجُ مِنْهُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَأَنَّ الرَّجُلَ يَحْتَاجُ إِلَي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَ حَاجَتُهُ إِلَى الْعِلْمِ بِعَدَدِ أَنْفَاسِه .

'মানুষ খাদ্য-পানীয়ের চেয়ে ইলমের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী। কেননা খাদ্যের প্রয়োজন হয় দিনে দু'একবার। পক্ষান্তরে ইলমের প্রয়োজন পড়ে প্রতি-মুহূর্তে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে।'

[২৫] আল ইমরান ১৮।

ছয়. হযরত আলী রা. তার শাগরেদকে লক্ষ্য করে বলেন,
يَا كُمَيْلُ الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ الْعِلْمُ يَحْرِسُكَ وَأَنْتَ تَحْرِسُ الْمَالَ ، وَالْعِلْمُ حَاكِمُ وَالْمَالُ تَحْكُوْمُ عَلَيْهِ ، وَالْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَالْعِلْمُ يَزْكُوا بِالإِنْفَاقِ .

'হে কুমাইল, ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। কারণ ইলম তোমাকে নিরাপত্তা দেয় আর সম্পদের নিরাপত্তা তোমাকে দিতে হয়। আলেমগণ শাসক আর ধনীরা শাসিত। সম্পদ খরচ করলে কমে আর ইলম শেখালে বৃদ্ধি পায়। ২৬/

তিনি অন্যত্র বলেন,

الْعَالِمُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ وَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثَلِمَ مِنَ الإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لا يَسُدُّهَا إِلَّا خَلَفٌ مِنْهُ .

'আলেমগণ রোজাদার, তাহাজ্জুদগুজার ও আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণের চেয়ে উত্তম। কেননা কোনো আলেম মারা গেলে ইসলামে যে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয় অন্য একজন আলেম দ্বারাই তা পূরণ হতে পারে। ১২৭৯

তিনি আরো বলেন,

رَضِيْنَا بِقِسْمَةِ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمُ وَلِلْأَعْدَاءِ مَالَ

فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ

'মহান আল্লাহ পাকের বণ্টনে আমরা সন্তুষ্ট। আমাদের ভাগে পড়েছে

আর শত্রুদের ভাগে পড়েছে সম্পদ। সম্পদ তো অতি দ্রুত ফুরিয়ে যায়। আর ইলম বাকি থাকে চিরকাল।'

সম্পদ একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু ইলম সর্বদা বাকি থাকে। যার কাছে ইলম আছে তার অন্যকিছু চাই না-না বন্ধু-বান্ধব, না আত্মীয়- স্বজন। কোনো রাজা-বাদশা এতটা শান্তি-স্বস্থি পায় না আলেমগণ যতটুকু পেয়ে থাকেন।কারণ, বাদশাদের তো নিজেদের পরিমণ্ডলেও সদা সতর্ক থাকতে হয়, কোথাও তারা নিরাপদ নয়। পক্ষান্তরে একজন আলেমকে নির্জন জঙ্গলেও সতর্ক থাকতে হয় না, সবখানেই তারা নিরাপদ।

সাত, হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন, আমি একবার ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ কাগজ কলম রেখে নফলে দাঁড়ালাম। নামায শেষ করলে তিনি বলেন, যে কাজ থেকে উঠে নফলে দাঁড়ালে সে কাজই উত্তম ছিল।

আট. ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلوةِ النَّافِلَةِ

'আমার নিকট ইলমী শুগোল নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। [২৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শিখীর রা. বলেন একই কথা,

فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَي مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ .

'আমার নিকট ইলমের ফযীলত ইবাদতের চেয়ে প্রিয়। [২৯]

নয়. হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন,

كن عالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًّا أَوْ مُتَّبِعًا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَهْلَكَ .

'হয় আলেম হও, নয় তালিবে ইলম হও; নয় তাদের মহব্বত করো, নয় তাদের অনুসারী হও; অন্য কিছু হয়ো না, তাহলে ধ্বংস অনিবার্য ১০/৩০]

হযরত আওন ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি ওমর ইবনে আব্দুল আজীজকে বললাম, যদি পার আলেম হও, নয় তালিবে ইলম হও। তাও যদি না তাহলে তাদের মহব্বত করো, হিংসা করো না। তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলে ওঠেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদের জন্যও সুযোগ রেখেছেন।

[২৮] আল মাজমু'

জামেয় বায়ানিল ইলমি ৩৯।

[৩০] জামেয়ু বায়ানিল ইলমি ৪৬।

দশ. হযরত আবু বকর আজরী রহ. বলেন, আলেমদের ফযীলত সর্বাবস্থায়। ঘর থেকে বের হতেই তা শুরু হয় এবং প্রতি পদে পদে হাসিল হয়। ইলমী মজলিসে বসা, মুযাকারা করা, দরস-তাদরীস সবই অতীব ফযীলতের কাজ। ইলমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কাজই অত্যধিক ফযীলত রাখে।

এগার, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. যখন খলিফা হন একদিন হঠাৎ তার খেয়াল হলো, এখন তো মাশাআল্লাহ দেশজুড়ে বড় বড় আলেম-উলামা, মুহাদ্দিস-মুফাস্সির আছেন; তাদের অবর্তমানে দেশের কী অবস্থা হবে? তাই তিনি ইলম সংরক্ষণের চিন্তা করেন এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট এ মর্মে চিঠি লেখেন। তেমনি এক চিঠি তিনি লিখেছেন ইমাম ইবনে হযমের নিকট। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ তাকে লেখেন-

انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهِ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَ ذِهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَقْبَلْ إلا حَدِيثَ النَّبِيِّ وَلِتُفْشُوْا الْعِلْمَ وَ لِتُجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمْ

.

'তুমি রাসূল সা.-এর হাদীসগুলো খুঁজে খুঁজে লিখে নাও। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আলেমদের প্রস্থানে ইলমও মিটে যাবে। শুধু রাসূল সা.-এর হাদীসগুলোই জমা করবে। পরে সেগুলো প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা দীর্ঘ দীর্ঘ মজলিস কায়েম করবে যাতে মূর্খরাও শিখে নিতে পারে। ৩১]

বার. এক বুযুর্গ বলেন,

. الْجَاهِلُ صَغِيْرُ وَإِنْ كَانَ شَيْخًا وَالْعَالِمُ كَبِيرٌ وَ إِنْ كَانَ حَدَثًا

'মূর্খ বয়সী হলেও ছোট আর আলেম কম বয়সী হলেও বড়।'

এর প্রমাণে এক কবি বলেন,

تَعَلَّمْ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُوْلَدُ عَالِمًا وَلَيْسَ أَخُوْ عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ

وَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ *صَغِيرُ إِذَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ الْمَحَافِلُ

* 'তোমরা বেশি বেশি পড়ো, কেননা কেউ আলেম হয়ে জন্ম নেয় না। আলেম কখনো জাহেলের সমান নয়। নেতার যদি ইলম না থাকে তাহলে সে ছোট, যখন তারা কোথাও সমবেত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওন বলেন, 'তিনটি জিনিস এমন যা আমি নিজের জন্য এবং আমার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করি। প্রথমত হাদীস শেখা এবং শেখানো। দ্বিতীয়ত কুরআন শেখা এবং শেখানো। তৃতীয়ত ভালো কাজে লোকদের সহযোগিতা করা।

চৌদ্দ, হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে মুআল্লিম হিসেবে যখন রাসূল সা.

ইয়ামানে পাঠান, তখন ইলমের ফযীলত সম্পর্কে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, ইলম শেখ; কেননা যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইলম শেখে তার জন্য তা খোদাভীতির কারণ হয়। ইলম শেখাও ইবাদত। ইলমের তাকরার ও মুযাকারা আল্লাহর নিকট তাসবীহতুল্য। পরস্পর মাসআলা-মাসায়েলের আলোচনা জিহাদতুল্য। আর মূর্খকে ইলম শেখানো সদকাতুল্য। যোগ্য লোককে ইলম শেখানো আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। কেননা এর মাধ্যমে হালাল-হারাম চেনা যায়। ইলম মানুষের একাকিত্বের বন্ধু, দুঃখ-দুর্দশায় পথপ্রদর্শক; চরিত্র সংশোধনের মাধ্যম, গরীব-দুঃখীর সঙ্গে মেশার উপায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের মর্তবা বুলন্দ করে দেন। অবিসংবাদিত নেতা ও সমাজ সংস্কারক বানিয়ে দেন। তাদের সিদ্ধান্ত হয় সঠিক সিদ্ধান্ত। ফেরেশতাগণ পর্যন্ত তাদের সান্নিধ্যে ধন্য হয়। সমুদ্রের মাছ থেকে গর্তের পিপীলিকা পর্যন্ত তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে। মৃত আত্মার জন্য ইলম সঞ্জীবনী সুধা,অন্ধকারের আলো এবং দুর্বলের হাতিয়ার। ইলমের মাধ্যমে মানুষ স্বাধীনতা পায়, সমাজে প্রভুত সম্মান লাভ করে। আখেরাতে পায় উঁচু মাকাম।ভাগ্যবানরাই লাভ করে ইলমের নেয়ামত। দুর্ভাগারা বঞ্চিত হয় ইলমের নেয়ামত থেকে।(সোর্স:তালিবে ইলমের জীবন গঠন বই)

[৩২] আর রিহলা ফি তলাবিল হাদীস ৬।

তালিবে ইলম কাকে বলে

الطلب -এর শাব্দিক অর্থ হলো, কোনো বিষয় জানা বা বোঝার চেষ্টা করা। علم -এর শাব্দিক অর্থ হলো, ইয়াকিন করা, জানা ও বোঝা। পরিভাষায় علم বলা হয় উপকারী বিষয় জানা। যে এরূপ উপকারী বিষয় জানা ও বোঝার চেষ্টা করে সেই হলো তালিবে ইলম।

ইলমের উদ্দেশ্য

ইলমের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইলম অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহ পাক আমার ওপর কী আদেশ করেছেন আর কী নিষেধ করেছেন তা জানা
এবং সে অনুযায়ী আমল করা। গুটিকতক কিতাবের মা'লুমাত হাসিল করার নামই ইলম নয়। সাহাবায়ে কেরাম যা শিখতেন সঙ্গে সঙ্গে আমল শুরু করে দিতেন। এক আয়াত শিখে তা আমলে পরিণত করে দ্বিতীয় আয়াত করতেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ছিলেন আরব। তার মাতৃভাষা ছিল আরবী। আরবী শিখতে তার নাহু-সরফের প্রয়োজন হয়নি। এদিকে কুরআন নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায়। স্বভাবতই কুরআন বোঝার জন্য তার তরজমার প্রয়োজন হয়নি। তবুও তিনি বলেছেন, সূরায়ে বাকারা শিখতে আমার দু'বছর লেগে গেছে। একজন আরবভাষীর সূরায়ে বাকারা শিখতে দু'বছর লাগার কী কারণ? কারণ এটাই যে, এক আয়াত পড়ে আমলে অভ্যস্ত হয়ে দ্বিতীয় আয়াত শুরু করতেন।

তলবে ইলমের হুকুম

(ইলম দুই প্রকার যথা-ইলমে শরয়ী, ইলমে গাইরে শরয়ী।

ইলমে শরয়ীর হুকুম: প্রয়োজন অনুপাতে শরয়ী ইলমের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ইলম ছাড়া ফরজ আদায় করা যায় না, তা শিক্ষা করা ফরজ। যেমন অজু, নামায ইত্যাদি। এ ব্যাপারে রাসূল সা. বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

'ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। ৬। ইমাম নববী রহ. বলেন, হাদীসটি সাবেত না থাকলেও অর্থ সহীহ। আবার যেসব বিষয় জানা ছাড়া ওয়াজিব আদায় করা যায় না, সেসব বিষয় জানা ওয়াজিব। এমনিভাবে হালাল হারাম খানাপিনার ব্যাপারে জানাও ফরজ।

দ্বিতীয়ত: কিছু কিছু ইলম শেখা ফরজে কেফায়া, ইকামতে দ্বীনের জন্য যেসব বিষয় জরুরী। যেমন কুরআন হেফজ করা, হাদীস, ফেকাহ, উসুলে ফেকাহ, নাহু, সরফ, ইলমে লোগাত ইত্যাদিতে পারদর্শিতা অর্জন করা। ফরজে কেফায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কেউ কেউ শিখে নিলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়; সকলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। অন্যথায় সকলে গোনাহগার হবে।

কিছু ইলম নফল পর্যায়ের; যেমন উসুলে আদিল্লায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা। এমনিভাবে ফরজে কেফায়ার বাইরে পারদর্শিতা অর্জন করা।

ইলমে গাইরে শরয়ী

ইলমে গাইরে শরয়ী হলো, পার্থিব প্রয়োজনে যা শেখা হয়, যা ছাড়া পার্থিব প্রয়োজন পূরণ হয় না। যেমন চিকিৎসা-শাস্ত্র, শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য যা জরুরী; গণিত-শাস্ত্র, যা লেনদেনের জন্য জরুরী। তবে চিকিৎসা- শাস্ত্রে বা গণিত-শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা-যা ছাড়াও চলে- মুস্তাহাব। আবার কিছু ইলম শেখা হারাম; যেমন জাদুটোনা ও ভেলকিভাজি ইত্যাদি।

তালিবে ইলমের কতিপয় গুণাবলী

নিয়ত সহীহ রাখা

সহীহ নিয়তে ইলম অর্জন করবে-আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির নিয়তে, আমলের নিয়তে, দ্বীন ও শরীয়তের পুনর্জীবনের নিয়তে। অন্তরকে আলোকিত করা, বাতেনকে সুসজ্জিত করা এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে ইলম শিখবে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী বলেন, নিয়তের চেয়ে কঠিন কোনো বিষয়ের মুখোমুখি আমি হইনি। এমন নিয়ত করতে হবে যাতে দুনিয়ার কোনো স্বার্থ থাকে না; পদ-পদবি ও

অর্থবিত্তের লোভ থাকে না। আবার সাথীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ বা সম্মান প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে না। ভালো কাজের বিনিময়ে মন্দ পেয়েও খুশি থাকে।

ইমাম নববী রহ. লেখেন, তালিবে ইলম স্বীয় ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনা করবে। দুনিয়াবী কোনো পদ-পদবী, অর্থবিত্ত, সুনাম-সুখ্যাতি, সাথীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ বা অধিক ছাত্রের সমাগম উদ্দেশ্য হবে না। হাদিয়া-তোহফা বা সেবা-খেদমতের বাসনা ইলমকে কলুষিত করে। কুরআন-হাদীসে এর ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. লেখেন, ইলমকে আল্লাহ পাক শুরু থেকেই দুঃখ-কষ্ট ও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন। সুউচ্চ হিম্মত, সুদৃঢ় মনোবল, ইলমী গাইরত, দুনিয়া-বিমুখিতা, মিতব্যয়িতা, রাত্রি-জাগরণ, সাধনা-মুজাহাদা, দোয়া-মুনাজাত, ইলমী সফর, ইলমের উৎস-সন্ধান, যোগ্য উস্তাদ তালাশ করা; তাদের প্রতি বিনয় ও আনুগত্য প্রদর্শন, তাদের সম্মান করা এবং শুকর করা-এসব তালিবে ইলমের অপরিহার্য গুণাবলী।

তালিবে ইলমের উচিত আত্মাকে সর্বপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ও ধোঁকা- প্রতারণা থেকে পবিত্র রাখা। যাবতীয় ভ্রান্ত-আকীদা ও বদঅভ্যাস থেকে মুক্ত থাকা; যাতে আত্মা ইলম গ্রহণের উপযুক্ত হয় এবং ইলমের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচিত হয়। কেননা ইলম বাতেনী ইবাদত। জাহেরী ইবাদত নামায যেমন জাহেরী তাহারাত ছাড়া হয় না, তেমনি বাতেনী ইবাদত ইলমও বাতেনী তাহারাত ছাড়া হবে না।

তালিবে ইলমগণ নফল ইবাদত ও কুরআন তেলাওয়াতে পাবন্দি করবে। জবানে ও অন্তরে সদা আল্লাহ পাকের জিকির জারি রাখবে। হাদীস- কুরআনে বর্ণিত দোয়াগুলো পড়বে। রাতদিন নফল নামায, রোজা ও দুরুদ জারি রাখবে।

মানুষের সঙ্গে সদাচার করবে। হাসিমুখে থাকবে। সালাম দেবে। খানা খাওয়াবে। রাগ-গোস্বা হজম করবে। মানুষকে কষ্ট দেবে না। তাদের বোঝা বহন করবে। নিজে ভোগ না করে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে। জুলুম করবে না, বরং ইনসাফ করবে। শুকরিয়া আদায় করবে। মানুষকে আরাম পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। তাদের প্রয়োজন

মেটাবে। গরীব-দুঃখীর প্রতি সদয় থাকবে। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। সাথীদের সঙ্গে বিনম্র আচরণ করবে। তাদের সাহায্য- সহযোগিতা করবে।

অল্পে তুষ্টি

ইলম অর্জনের পথে যা ভাগ্যে জোটে তাই খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে; অল্প হোক না কেন। পরিধানের জন্য যা পাওয়া যাবে তাই পরবে; পুরানো হোক না কেন। দারিদ্রে ধৈর্য ধারণ করলে ইলমে গভীরতা আসে। পার্থিব অভিলাষ ও উচ্চাশা থেকে অন্তরকে গুটিয়ে নেবে তাহলে অন্তরে ইলম ও হিকমতের ঝরনা প্রবাহিত হবে।

শোরগোল থেকে দূরে থাকা

তালিবে ইলমের জন্য শোরগোল থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা নির্জনতা ও একাকিত্ব চিন্তার স্বচ্ছতার পক্ষে সহায়ক। চিন্তা-ফিকির স্বচ্ছ হলে বিষয়বস্তু সহজে আত্মস্থ হয়। ইলম তো হাসিল হয় চিন্তা-ফিকিরের সাহায্যে। আর চিন্তা-ফিকির খুবই স্পর্শকাতর; সামান্য শোরগোলে তা ব্যাহত হয়। তাই জটিল কঠিন ও সূক্ষ্ম ইলম অর্জনে স্থান-কালের গুরুত্ব অপরিসীম। তাতে সঠিক বুঝ ও সমঝ অর্জন হয়।[৪৮]

নেযামুল আওকাত

তালিবে ইলমের সব কাজ রুটিন মাফিক হওয়া চাই। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম, অজু-গোসল, ইবাদত-বন্দেগি, পড়ালেখা সবই হওয়া চাই নিয়মমাফিক। তাহলেই সে পৌঁছতে পারবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। সববিষয়ে গড়ে উঠবে পরিপক্ক হয়ে। অন্যথায় কোনো কোনো বিষয় কাঁচা থেকে যাবে।

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল জাওযী তার বিখ্যাত গ্রন্থ সাইদুল খাতির এ লেখেন, তালিবে ইলমের উচিত সবটুকু সময় মুখস্থ করা ও তাকরারে ব্যয় করা। এতেই সবিশেষ মনোযোগ দেয়া। তবে শরীর-স্বাস্থ্যও একটা বাহন, তাতে অসাধ্য কিছু চাপালে বিগড়ে যেতে পারে। সে বিষয়ে যত্নবান থাকতে হবে। তবে একঘেয়েমিতে মানুষের শক্তি-সাহস ও উদ্যম-মনোবল স্থবির যায়, তাই নতুনত্ব প্রয়োজন। নতুনত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে

প্রতিটা কাজ করবে রুটিনমাফিক-পড়ালেখা, তাকরার-মুযাকারা ও ঘুম-বিশ্রাম সব। সকাল ও সন্ধ্যা বরাদ্দ রাখবে কিছু মুখস্থ করতে। বাকি সময় পড়াশোনা, লেখালেখি ও বিশ্রামের জন্য রাখবে।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন জারনুজী রহ. বলেন, তালিবে ইলমের উচিত প্রতিটা মুহূর্তকে কাজে লাগানো, যাতে সে মর্যাদা লাভ করতে পারে। সময় কাজে লাগানোর সহজ পদ্ধতি হলো, সবসময় নিজের সঙ্গে কাগজ কলম রাখবে, যাতে মূল্যবান কিছু শুনলে লিখে রাখা যায়। কেননা কথায় বলে, যা মুখস্থ করা হয় ভেগে যেতে চায়, আর যা লেখা হয় স্থায়ী থাকে।

কেউ কেউ বলেন, ইলম হলো যা উস্তাদের মুখ থেকে শোনা যায়। কেননা তারা জরুরী বিষয়টা মুখস্থ রাখেন। আবার যা মুখস্থ রাখেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষয়টা বলেন। সর্বদা সঙ্গে একটা কিতাব রাখবে মোতালায়া করতে। শোনা যায়, যার হাতায় কিতাব থাকে না তার ইলম পাকা হয় না। সঙ্গে খাতা কলম রাখবে যাতে উস্তাদের কাছে শোনা বিষয় লেখা যায়।

সবর ও তাওয়াক্কুল

সবর ও তাওয়াক্কুল তথা ধৈর্য ও আল্লাহ পাকের প্রতি নির্ভরতা তালিবে ইলমের প্রধান গুণ। বিশেষত বর্তমানের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে সবর ও তাওয়াক্কুলের বিকল্প নেই। এছাড়া লেখাপড়ায় মনোযোগ ধরে রাখা যায় না। ভবিষ্যতের ভাবনা ও পার্থিব উন্নতির চিন্তা মনকে অস্থির করে তোলে। যদি অর্থ উপার্জনের ফিকিরে লেগে যাও আর যাই হোক তোমার ইলম অর্জন হবে না। ইলম দাবী করে অখণ্ড মনোযোগ ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। তখন অন্যদিকে মনোযোগ দেয়ার অবকাশ থাকে না। পূর্ণ আত্মসমাহিত হয়ে ইলমের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিলে তুমি পাবে সামান্য কিছু ইলম। বাইরের চাকচিক্য ও প্রযুক্তির ধাঁধায় যদি ধাঁধিয়ে যায় তোমার চোখ, সর্বদা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা লেগে থাকে, কী হবে আমার? সবাই তো চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে, আমি কী করবো? আমার ভবিষ্যত তো অন্ধকার! এসব চিন্তায় ডুবে গেলে তোমার ইলম অর্জন হবে না।

ভবিষ্যত আসলে আল্লাহর হাতে। আল্লাহ পাকই কারো ভবিষ্যত গড়েন, কারো ভাঙ্গেন। তোমার ভবিষ্যতের জিম্মাদার যখন আল্লাহ তাআলা তখন আর চিন্তা কী! আল্লাহর প্রতি একান্ত ভরসায় গভীর সাধনায় আত্মনিমগ্ন হও। তারপর দেখো কী হয়! ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান যুবাইদীর সূত্রে বর্ণনা করেন, যে দ্বীনের তাফাক্কুহ অর্জন করে আল্লাহ পাক তার সকল দায়িত্ব নিজে নিয়ে নেন এবং তাকে অকল্পনীয়ভাবে রিজিক দেন।

পার্থিব সম্পর্কে জড়াবে না

ইলমের জন্য অখণ্ড মনোযোগ কাম্য; সবকিছু থেকে সম্পর্কোচ্ছেদ। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সবকিছু ছাড়তে হবে। তাই বলে একেবারে ছেড়ে দেয়ার কথা বলছি না। অন্তত মাদরাসার সময়টুকু তুমি নির্বিঘ্ন কাটাবে। ছুটিতে বেড়াতে যাও, দোষের কিছু নেই। পকেটে যদি থাকে মোবাইল আর মোবাইলে তাকে ইন্টারনেট সংযোগ, সারা দুনিয়ার হাসি- কান্না ও আনন্দ-বেদনায় তুমি অংশীদার হও; কার বিয়ে হলো, কার খতনা হলো, কার আকিকা হলো, কার দাদী মারা গেলো, কোথায় কোন দুর্ঘটনায় কতজন হতাহত হলো; চব্বিশ ঘণ্টার আপডেট খবর যদি জানতে চাও, তাহলে আর যাই হোক তোমার ইলম অর্জন হবে না। আবার ফেসবুক, ইউটিউবের খপ্পরে পড়লে তো কথাই নেই, লেখাপড়া তোমার লাটে উঠবে। অনেকে যুক্তি দেখায় ইন্টারনেটে কত কিছু পাওয়া যায়, সেখানে জানার আছে কত কিছু! বলি, আগে কিতাবের পাতা থেকে ইলম উদ্ধার করতে শেখ। পরে না হয় ইন্টারনেটের অথৈ সাগরে সাঁতার কাটবে। অন্যথায় সেখানেও থৈ পাবে না। ফ্যাশনেবল জামা, লেটেস্ট মডেলের মোবাইল, নিত্য-নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার-এসব চিন্তায় যারা বিভোর থাকে তাদের ইলম অর্জন হয় না।(সোর্স: তালিবে ইলমের জীবন গঠন বই থেকে নেওয়া)

ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণকারীর /শিক্ষার্থীর আদব কায়দা এবং তা অর্জনের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সূত্র প্রসঙ্গে

ইলম অন্বেষণ কারীর/ শিক্ষার্থীর আদব -কায়দা

একজন শিক্ষার্থীর আদব-কায়দা/শিষ্টাচারসমূহ মেনে চলা অপরিহার্য। তন্মধ্যে কিছু শিষ্টাচার নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম আদেশ : আল্লাহ তায়ালার জন্য নিয়্যাত কে খাঁটি করা: এমনভাবে নিয়্যাতকে খাঁটি করতে হবে যে, 'ইলম' অন্বেষণের দ্বারা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি (অর্জন) এবং জান্নাত (পাওয়া)। কেননা আল্লাহ 'ইলম' অন্বেষণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে ও উৎসাহ প্রদান করে বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾]محمد :19[

"(হে নবী!) আপনি এ 'ইলম অর্জন করুন যে, তিনি ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, আর আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। সূরাহ মুহাম্মাদ; ৪৭:১৯।

কুরআনে আলিমগণের ব্যাপারে প্রশংসার বিষয়টি জ্ঞাত। আর যখন আল্লাহ কোন বিষয়ের ব্যাপারে বা কোন কাজের ব্যাপারে প্রশংসা করেন, তখন তা 'ইবাদত হয়। আর যদি মানুষ মর্যাদার মাধ্যম বানানোর জন্য শারঈ 'ইলম অন্বেষণের দ্বারা সার্টিফিকেট পাওয়ার নিয়্যাত করে, তাহলে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

،مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَّفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .يَعْنِي رِيحَهَا

"যে 'ইলমের দ্বারা আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি কামনা করা যায়, যদি কোন ব্যক্তি সে 'ইলমের দ্বারা কেবলমাত্র দুনিয়ার সামগ্রী পাওয়ার জন্যই তা শিক্ষা করে, তাহলে সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধ পাবে না। (রাবী বলেন) রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের ঘ্রাণ উদ্দেশ্য করেছেন" ।১৫

আর এটি কঠিন হুমকি। কিন্তু যদি ছাত্র/শিক্ষার্থী বলে, আমি দুনিয়ার প্রাচুর্যের জন্য সার্টিফিকেট পেতে চাই না, বরং এজন্য যে, বিভিন্ন নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের কারণে একজন আলিমের মান (যোগ্যতা) সুস্পষ্ট হয়। সুতরাং আমরা বলবো, যখন শিক্ষাদান বা পরিচালনা করা অথবা অন্য কিছু করার মাধ্যমে মানুষের উপকার করার জন্যে কোন ব্যক্তির নিয়্যাত হবে সার্টিফিকেট পাওয়া, তখন এটি হবে খাঁটি নিয়্যাত। কোনকিছু এর ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা এটি প্রকৃত নিয়্যাত।
আর প্রকৃতপক্ষে, আমি একজন শিক্ষার্থীর (জন্য অপরিহার্য) শিষ্টাচারগুলোর প্রথমেই 'ইখলাছ' কে উল্লেখ করলাম। কেননা 'ইখলাছ' হলো মূলভিত্তি। সুতরাং 'ইলম অন্বেষণের দ্বারা আল্লাহ্'র আদেশ মেনে চলার নিয়্যাত করা একজন শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য।
কেননা আল্লাহ তা'আলা 'ইলম অর্জনের ব্যাপারে আদেশ করে বলেছেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد:

(হে নবী!) আপনি এ 'ইলম অর্জন করুন যে, তিনি ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, আর আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সূরাহ মুহাম্মাদ; ৪৭:১৯।

সুতরাং যদি তুমি 'ইলম অর্জন কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্'র আদেশ মান্যকারী হবে।

দ্বিতীয় আদেশ : নিজের এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা দূর করা : 'ইলম অন্বেষণের দ্বারা নিজের থেকে এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা/মূর্খতা দূর হওয়ার নিয়্যাত করা। কেননা মানুষের মাঝে মূল (সমস্যা) হলো অজ্ঞতা। আর এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন, এমন অবস্থায় তোমরা কিছুই জানতে না! আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি,

দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"। (সূরাহ আন- নাহল; ১৬:৭৮।)

আর বাস্তবতা এরই সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং, তুমি 'ইলম অন্বেষণের দ্বারা তোমার নিজের থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করো এবং এর দ্বারা আল্লাহভীতি অর্জনের নিয়্যাত করো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"কেবলমাত্র আল্লাহ্'র বান্দাদের মধ্য থেকে আলিমগণই আল্লাহ্'কে ভয় করে"। (সূরাহ ফাতির; ৩৫:২৮।)

অতএব, তুমি তোমার নিজের থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করো। কেননা তোমার মাঝে মূল (সমস্যা) হলো অজ্ঞতা/মূর্খতা। সুতরাং, যখন তুমি 'ইলম অর্জন করবে এবং আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন তোমার থেকে অজ্ঞতা বিতাড়িত হবে। অনুরূপভাবে উম্মাহ্'র (জাতির) নিকট থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করো। আর এটি (সম্ভব) হবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ('ইলম) শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে, যেন তোমার 'ইলম দ্বারা তুমি লোকজনের উপকার করতে পার।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"আমার থেকে একটি বাণী/কথা হলেও (মানুষের নিকটে) পৌঁছে দাও"।

কেননা যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে 'ইলম' শিক্ষা দিবে, আর সে ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তা শিক্ষা দিবে; তখন তোমার জন্য দু'জন ব্যক্তির সম-পরিমাণ ছাওয়াব নিধারিত হবে। আর যদি সে ব্যক্তি ৩য় ব্যক্তিকে (তা) শিক্ষা দেয়, তাহলে তোমার জন্য ৩ জন লোকের (সম-পরিমাণ) ছাওয়াব নির্ধারিত হবে। এভাবে (চলতেই থাকবে)। আর একারণেই যখন মানুষ কোন 'ইবাদত করে, তখন বলেন,

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ

"হে আল্লাহ! 'ইবাদত'টির (সমান) ছাওয়াব রসূলুল্লাহ্'র জন্য নির্ধারণ করুন"।

কেননা যে রাসূল তোমাকে 'ইবাদাতটি শিক্ষা দিয়েছেন, সে রাসূলই 'ইবাদাতের ব্যাপারটি পরিস্কার করে দিয়েছেন। সুতরাং, তার জন্য তোমার ছাওয়াবের সম- পরিমান (ছাওয়াব) রয়েছে। ইমাম আ'হমাদ ইবনু হাম্বাল (রহি.) বলেছেন,

الْعِلْمُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ لِمَنْ صَحَتْ نِيَّتُهُ

"যে ব্যক্তির নিয়্যাত বিশুদ্ধ, সে ব্যক্তির 'ইলমের সম-পরিমান কোন কিছুই হতে পারে না।"

ঐব্যক্তি নিজের থেকে এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করবে।

তৃতীয় আদেশ :শারী'য়াহ(ইসলামী বিধি-বিধান) রক্ষা করা:

'ইলম অন্বেষণের দ্বারা (ইসলামী) শারী'আহ রক্ষা করার নিয়্যাত করা। কেননা (ইসলামী) গ্রন্থাবলী শারী'আহ রক্ষা করতে সক্ষম নয়। আর শারী'আহ্'র ধারকবাহক ছাড়া শারী'আহ কেউ রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং, যদি বিদ'আতপন্থীদের মধ্য থেকে কোন লোক (ইসলামী) বিধি-বিধান সংবলিত গ্রন্থাবলীতে পরিপূর্ণ কোন লাইব্রেরীতে আসে, যেখানে সেসব গ্রন্থাবলী গণনা করে শেষ করা যায় না। তারপর কোন বিদ'আত নিয়ে কথা বলে ও তা সাবস্ত করে, তাহলে আমি মনে করি না যে, ১টি কিতাব হলেও তার জবাব দিবে। কিন্তু সে যখন জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির নিকটে তার বিদ'আত নিয়ে কথা বলবে তা সাব্যস্থ করার জন্য, তখন নিশ্চয় ঐ 'ইলম অন্বেষণকারী/শিক্ষার্থী তার জবাব দিবে এবং আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ দ্বারা তা খন্ডন করবে।

অতএব, একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক হলো 'ইলম অন্বেষণের দ্বারা (ইসলামী) শরী'আহ রক্ষা করার নিয়্যাত করা। কেননা পূর্ণ অস্ত্রের ন্যায় শারী'আহ্'র ধারক-

বাহকের মাধ্যম ব্যতীত (ইসলামী) শারী'আহ রক্ষা করা যায় না। যদি আমাদের নিকটে অনেক অস্ত্র থাকে, তাহলে অস্ত্রের ভান্ডার পূর্ণ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ক্ষেপনাস্ত্রগুলো অর্জন করার জন্য এ সকল অস্ত্র কি শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম, নাকি (অস্ত্রগুলোর) ধারক-বাহকের মাধ্যম ব্যতিত এটি (সম্ভব) হবে না?

উত্তর: (অস্ত্রগুলোর) ধারক-বাহকের মাধ্যম ব্যতিত এটি (সম্ভব) হবে না। আর 'ইলমের বিষয়টিও এরূপ। এই কারণেই আমি বলি: একজন ছাত্রের জন্য যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক, তা হলো ((ইসলামী) শারী'আহ রক্ষা করা। তাহলে লোকেরা জরুরী প্রয়োজনে আলিমগণের নিকটে যেতে পারবে। একারণে যে, তাঁরা বিদ'আতপন্থীদের ষড়যন্ত্রের এবং আল্লাহ্'র অন্যান্য শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জবাব দিতে পারেন। আর এটি 'ইলম অর্জন ছাড়া (সম্ভব) হবে না।

চতুর্থ আদেশ : মতভেদপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে অন্তর প্রসারিত করা : এমন মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তর প্রসারিত হওয়া /উদার হওয়া, যার উৎস হলো ইজতিহাদ। কেননা আলিমগণের মাঝে মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলো হয় এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই এবং মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে বিষয়টি সুস্পষ্ট; তখন কেউ মাসআলাগুলোর মতভেদের ব্যাপারে ওযর গ্রহণ করবে না। অথবা মাসআলাগুলো এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যেগুলোর ক্ষেত্রে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। সুতরাং, এই মাসআলাগুলোর ব্যাপারে যাঁরা মতভেদ করেছেন, তাঁরা এগুলোর ক্ষেত্রে ওযর গ্রহণ করেন। আর তোমার উক্তি তাঁর বিরুদ্ধে দলীল হবে না, যিনি মাসআলার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেন। কেননা আমরা যদি এটি গ্রহণ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা এর বিপরীতে বলবঃ তাঁর উক্তি তোমার বিরুদ্ধে দলীল। আর যে ক্ষেত্রে নিজস্ব রায়/মতামতের অবকাশ রয়েছে এবং যে ক্ষেত্রে মানুষ মতভেদ পোষণ করে, সে ক্ষেত্রে আমি এটিই চাই।

পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি 'আক্বীদাহ্'র মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে সালাফগণের পদ্ধতির বিরোধিতা করে, তাহলে সালাফে ছলিহীন যে পদ্ধতির উপর রয়েছেন, সে পদ্ধতির

বিরোধিতা কারও পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু যে মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে (নিজস্ব) রায়/মতামতের অবকাশ রয়েছে, সে মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে মতানৈক্যের কারণে অন্যদের ব্যাপারে কটূক্তি করা উচিত নয়। অথবা মতভেদের কারণে শত্রুতার এবং হিংসার পথ গ্রহণ করা উচিত নয়।

সাহাবাগণ (রা:) অনেক বিষয়ে মতভেদ করেছেন। আর যে ব্যক্তি তাঁদের মতভেদের ব্যাপারে অবগত হতে চায়, সে ব্যক্তি যেন তাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত আছারগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করে (অর্থাৎ, লক্ষ্য করে)। তাহলে সে ব্যক্তি অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে মতভেদ দেখতে পাবে। সম্প্রতিকালে মতভেদের কারণে মানুষ অভ্যাসগতভাবে যে মাসআলাহ গ্রহণ করেছে, এটিই সবচেয়ে বড় মাসআলাহ। এমনকি মানুষ এখান থেকেই এমনভাবে দলবদ্ধতা গ্রহণ করেছে যে, তারা বলে: আমরা অমুকের সাথে আছি (অর্থাৎ আমরা অমুক দলের)। একটি মাসআলাহ নির্দিষ্ট দলের মাসআলাহ হয়ে যায়। আর এটি ভুল।

সুতরাং, সকল শিক্ষার্থীর উপর وَاجِب হলো, তারা সকলেই মিলে এক হাত হবে এবং তারা এই মতভেদের মত পারস্পারিক বিচ্ছন্নতা ও শত্রুতার পথ বানাবে না। বরং وَاجِبٌ হলো: যখন তুমি দলীলের দাবিতে তোমার সঙ্গীর সাথে মতভেদ করবে এবং সে (তার) দলীলের দাবিতে তোমার সাথে মতভেদ করবে, তখন তোমাদের নিজেদেরকে একই পথের উপর রাখা এবং তোমাদের ২জনের মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধি করা।

আল্লাহ তার নাবী মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

"নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, কোন ব্যাপারেই আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন"। (সূরাহ আল-আন'আম; ৬:১৬৯।)

সুতরাং যারা তাদের নিজেদেরকে বিভিন্ন দলে নিয়োজিত করে এবং বিভিন্ন দলে দলভুক্ত হয়, এ ব্যাপারে আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না। কেননা আল্লাহ্'র দল

একটিই। আর আমরা মনে করি যে, বুঝের ভিন্নতা মানুষের একে অপরকে ঘৃণা করাকে এবং তাদের কেউ তার ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করবে, এটিকে অপরিহার্য করে না।

অতএব, সকল শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য হলো পরস্পর ভাই হয়ে যাওয়া। এমনকি যদিও তারা কিছু শাখাগত মাসআলাহ্'র ক্ষেত্রে মতভেদ করে। আর প্রত্যেকের উপর দায়িত্ব হলো একে অপরকে এমন বিতর্কে আহ্বান করা, যার দ্বারা আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি কামনা করা হয় এবং 'ইলম বিস্তৃত হয়। আর এর মাধ্যমে ভালবাসা/বন্ধুত্ব অর্জিত হয় এবং ভুল-ভ্রান্তি ও এমন কঠোরতা দূর হয়ে যায়, যা কিছু মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি কখনো কখনো তাদের মাঝে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। আর কোন সন্দেহ নেই যে, এতে মুসলিমদের শত্রুরা খুশি হয়। আর (মুসলিম) উম্মাহ্'র মাঝে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ

"আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব করো না, (যদি কর) তাহলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি দূর হয়ে যাবে। অতএব, তোমরা (শত্রুদের মুকাবেলায়) ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ্'র (সাহায্য) ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছে"। সূরাহ আল-আনফাল; ৮:৪৬।

ছাহাবাহগণ (রা.) এ ধরনের মাসআলায় মতানৈক্য করতেন। কিন্তু তারা এক হৃদয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ভালবাসা ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন।

তাই, উদ্দেশ্য একটিই। আর তা হলো দলীলের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া। অতএব, যতক্ষণ তুমি দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ সে ব্যক্তি তোমার সাথে মতানৈক্য করবে না। কেবলমাত্র সে ব্যক্তি তার নিকটে বিদ্যমান দলীলের দাবিতে তোমার সাথে মতানৈক্য করে। তাহলে মতবিরোধ কোথায়? আর এই পদ্ধতিতেই (মুসলিম) উম্মাহ এক থাকে। যদিও মুসলিম উম্মাহ্'র নিকট বিদ্যমান দলীল প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে কিছু মাসআলাহ্'র ক্ষেত্রে তারা মতানৈক্য করে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ

সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর পরস্পর বিরোধিতা করে ও অহংকার করে, তাহলে নিঃসন্দেহে পারস্পারিক বিরোধিতার পর তার সাথে উপযুক্ত আচরণ করা অপরিহার্য।

পঞ্চম আদেশ : 'ইলম অনুযায়ী আমল করা : একজন শিক্ষার্থী 'আক্বীদাহ, 'ইবাদাত, চরিত্র, শিষ্টাচার এবং মু'আমালাত (লেনদেন) এর ক্ষেত্রে তার 'ইলম অনুযায়ী আমল করবে। কেননা আমলই 'ইলমের প্রতিফল ও ফলাফল। আর 'ইলমের অধিকারী ব্যক্তি অস্ত্র বহনকারী ব্যক্তির ন্যায়। হয় এটি ঐ ব্যক্তির পক্ষে যাবে অথবা বিপক্ষে যাবে। আর এ কারণেই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

* الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

"আল-কুরআন তোমার পক্ষে দলীল হবে অথবা তোমার বিপক্ষে দলীল হবে"।

যদি তুমি আল-কুরআন অনুযায়ী আমল কর, তাহলে তা তোমার পক্ষে দলীল হবে। আর যদি তুমি আল-কুরআন অনুযায়ী আমল না কর, তাহলে তা তোমার বিপক্ষে দলীল হবে। অনুরূপভাবে আমল হবে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা অনুযায়ী হাদীছগুলোকে স্বীকার করার মাধ্যমে এবং (ইসলামী) বিধানাবলী মেনে চলার মাধ্যমে। যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে কোন সংবাদ আসবে, তখন তা স্বীকার করো এবং গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তা আঁকড়ে ধরো। আর (এ কথা) বলো না: কেন? এবং কিভাবে? এটি কাফিরদের পন্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ

يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

"যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা দেন, তখন কোন মু'মিন পুরুষ এবং কোন মু'মিনাহ নারীর তাদের সেই বিষয়ে কোন স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না। আর যদি কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, তাহলে সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে"। (সূরাহ আল-আ'হযাব; ৩৩:৩৬।)

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছা'হাবাহগণের নিকট কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কখনো কখনো সে বিষয়গুলো বিস্ময়কর হতো এবং ছা'হাবাগণের "বুঝ" থেকে দূরবর্তী হতো। কিন্তু তাঁরা তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতেন। তাঁরা বলতেন না: কেন? এবং কিভাবে? এটি এই উম্মাহ'র পরবর্তী লোকেরা যে মতের উপর রয়েছে তার বিপরীত। (এই উম্মাহ্'র) পরবর্তী লোকদের মধ্য থেকে আমরা কোন এক ব্যক্তিকে দেখতে পায়, হাদীছ সম্পর্কে যার বোধশক্তি কম। যখন তার নিকট রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন একটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়, তখন তাকে আমরা রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর বিরুদ্ধে এমন কিছু কথা উল্লেখ করতে দেখতে পায়, যে কথাগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, সে ব্যক্তি প্রতিবাদ করার ইচ্ছা করে, সঠিক পথ পাওয়ার ইচ্ছা করে না। আর এই কারণেই তার মাঝে এবং সঠিক দিক-নির্দেশনার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এমনকি সে ব্যক্তি রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীছ প্রত্যাখ্যান করে। কেননা সে ব্যক্তি হাদীছটি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে নি এবং মেনে নেয় নি। আর আমি এ কারণেই ১টি উদাহরণ পেশ করছি:

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

"আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ) প্রত্যেক রাত্রে দুনিয়াবী আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর বলেন: কে আমাকে ডাকবে, তার ডাকে আমি সাড়া দিব? কে আমার নিকট (কিছু) চাইবে, আমি তাকে (তা) দান করব? কে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?

এই হাদীছ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। এটি প্রসিদ্ধ হাদীছ। বরং এটি মুতাওয়াতির হাদীছ। আর ছা'হাবাহগণের মধ্য থেকে কেউ তার জবান উঁচু করেন নি এ কথা বলার জন্য যে, হে আল্লাহ্'র রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে আল্লাহ অবতরণ করেন? আর তাঁর থেকে কি 'আর্শ খালি হয়ে যায়, নাকি 'আর্শ খালি হয়ে যায় না? এবং এর সাথে যে প্রশ্নগুলো সাদৃশ্য রাখে (সেগুলো প্রশ্নও করেন নি)।

কিন্তু আমরা কিছু মানুষকে দেখতে পায়, যারা এ ধরনের কথা বলে। আর বলে কিভাবে আল্লাহ 'আরশের উপর থাকেন এবং কিভাবে দুনিয়াবী আসমানে অবতরণ করেন? আর যে কথাগুলো তারা উল্লেখ করে, সেগুলোর মধ্য থেকে যা এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। যদিও তারা এই হাদীছটি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে। আর ছা'হাবাগণ বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর সমুন্নত। আর সমুন্নত হওয়া তাঁর স্বত্তাগত বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন, যেন তাঁদের থেকে এই সন্দেহ দূর হয়ে যায়। আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিপালক সম্পর্কে তাঁদেরকে যে সংবাদ দেন, সে ব্যাপারে তাঁরা হতভম্ব হন না।

অতএব, আমাদের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর রাসূল সম্পর্কে অদৃশ্যের যে বিষয়গুলোর সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলো আমাদের দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়া এবং আমাদের স্মরণশক্তিতে যে অনুভবযোগ্য ও সুস্পষ্ট বিষয় রয়েছে, তার কারণে সেগুলোর বিরোধিতা না করা। কেননা অদৃশ্যের বিষয় অনুভূতি এবং সুস্পষ্টতার ঊর্ধ্বতম বিষয়। এ ব্যাপারে অনেকগুলো উদাহরণ রয়েছে। আমি সেগুলোর আলোচনা দীর্ঘ করা পছন্দ করছি না। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের বর্ণনাগুলো থেকে বুঝা যায় মু'মিনের নীতি হলো: এমনভাবে গ্রহণ করা এবং মেনে নেওয়া যে, একজন মু'মিন ব্যক্তি বলবেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। যেমন এ সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর বাণীতে সংবাদ দিয়ে বলেনঃ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

"রাসূলের নিকট তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার প্রতি রাসূল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন"। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ; ২:২৮৫)

আল্লাহ্'র কিতাব (আল-কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্'র ব্যাপারে 'আক্বীদাহ ভিত্তিশীল হওয়া অপরিহার্য এবং মানুষের এটি জানা অপরিহার্য যে, 'আক্বীদাহ্'র ক্ষেত্রে বিবেকের জন্য (নতুন কিছু অনুধাবন করার) কোন অবকাশ নেই। আমি বলব না 'আক্বীদাহ্'র ক্ষেত্রে বিবেকের জন্য কোন প্রবেশস্থল নেই। কেবলমাত্র আমি বলব 'আক্বীদাহ্'র ক্ষেত্রে বিবেকের জন্য (নতুন কিছু অনুধাবন করার) কোন অবকাশ নেই। কেননা আল্লাহ্'র পূর্ণতার ক্ষেত্রে যে দলীলগুলো বর্ণিত হয়েছে, বিবেক (শুধুমাত্র) সেগুলোর সাক্ষ্য প্রদান করে। যদিও আল্লাহ্'র জন্য যে পরিপূর্ণতা অপরিহার্য, বিবেক তার বিস্তারিত বর্ণনা বুঝতে পারে না। কিন্তু এটি বুঝতে পারে যে, অবশ্যই আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য প্রত্যেক পরিপূর্ণ গুণ প্রমাণিত করেছেন। 'আক্বীদাহ্'র দিক থেকে আল্লাহ প্রদত্ত এই 'ইলম অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে 'ইবাদাতের দিক থেকে আল্লাহ্'র 'ইবাদাত করা অপরিহার্য। যেমন আমাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোক জানে যে, 'ইবাদাত ২টি মূল বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল।

ক. আল্লাহ্'র জন্য নিবেদিত হওয়া।

খ. রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করা।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা অনুযায়ী মানুষ তার 'ইবাদাত প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহ্'র দ্বীনের মাঝে মানুষ বিদ'আত সৃষ্টি করবে না, যা 'ইবাদাতের মূল ভিত্তির ক্ষেত্রে এবং 'ইবাদাতের বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এই কারণে আমরা বলব: 'ইবাদাতের অস্তিত্ব, স্থান, সময়, নিয়মনীতি, পরিমাণ এবং ধরণের ক্ষেত্রে 'ইবাদাতটি শারী'আহ (ইসলামী বিধি-বিধান) দ্বারা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

সুতরাং, যদি কেউ আল্লাহ্'র 'ইবাদাতের জন্য (আল-কুরআন ও হাদীছের) দলীল ছাড়াই নিয়মসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি নিয়ম সাব্যস্ত করে, তাহলে এ ব্যাপারে আমরা

তার প্রতিবাদ করব এবং বলব: নিশ্চয় এটি অগ্রহণযোগ্য। কেননা এটি এভাবে সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক যে, এটি অমুক 'ইবাদাতের নিয়ম। নতুবা এটি তার পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি কেউ কোন একটি 'ইবাদাতের নিয়ম চালু করে, যে নিয়ম শারী'আহ নিয়ে আসে নি; তাহলে আমরা বলব: নিশ্চয় এটি তোমার জন্য প্রত্যাখ্যাত। কেননা (ইসলামী) শারী'আহ যা নিয়ে এসেছে, 'ইবাদাত তার উপর ভিত্তিশীল হওয়া আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে 'ইলম শিক্ষা দিয়েছেন তার দাবি এটিই যে, যা বিধান হিসেবে দেওয়া হয়েছে তা অনুযায়ী তুমি আল্লাহ্'র 'ইবাদাত করবে।

আর এই ব্যাপারে আল্লাহ্'র বাণী দ্বারা দলীল

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

"বরং তাদের (অর্থাৎ, মক্কার কাফিরদের) কি এমন কতিপয় অংশীদার (উপাস্য) আছে, যারা তাদের জন্য এমন (বাতিল) ধর্মের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি?" সূরাহ আশ-শূরাহ; ৪২:২১।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই বাণী , যা আয়িশাহ (রা.) এর বর্ণিত হাদীছে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছহীহ মুসলিমে প্রমাণিত হয়েছে,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّهُ

"যদি কেউ আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়; তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।"

যদিও তুমি একনিষ্ঠ বান্দা হও এবং আল্লাহ্'র নিকটে পৌঁছার ইচ্ছা কর (অতঃপর

বিদ'আত কর, তবুও এটি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়)। কেননা এটি তোমার জন্য প্রত্যাখ্যাত। আর যদি তুমি এমন পথে আল্লাহ্'র নিকটে পৌঁছার ইচ্ছা কর, আল্লাহ
যে পথকে তাঁর নিকটে পৌছার পথ হিসেবে নির্ধারণ করেন নি, তাহলে এটিও তোমার জন্য প্রত্যাখ্যাত। অতএব, শারী'আহ্'র (ইসলামী বিধি-বিধানের) জ্ঞানানুপাতে আল্লাহ্'র (সন্তুষ্টির) জন্য 'ইবাদাতকারী হওয়া একজন শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক। আর শারী'আহ্'র জ্ঞান বাড়েও না, কমেও না। একজন শিক্ষার্থী (এই কথা) বলবে না: নিশ্চয়

আমি এমন বিষয়ের কারণেই আল্লাহ্'র (সন্তুষ্টির) জন্য 'ইবাদাত করার ইচ্ছা পোষণ করছি, যার প্রতি আমার অন্তর আস্থা রাখে, প্রশান্তি লাভ করে এবং যার দ্বারা আমার বক্ষ প্রসারিত হয়। যদিও এটি তার অর্জিত হয়।

সে যেন এটিকে শারী'আহ্'র মানদন্ডে যাচাই করে। পক্ষান্তরে, কখনো কখনো তার নিকটে তার মন্দ কর্মকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

"অতঃপর যার নিকটে তার মন্দ কর্মকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর সে এটিকে উত্তম মনে করেছে (এই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির সমান, যাকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখিয়েছেন?)। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন।" (সূরাহ ফাতির; ৩৫:৮।)

অনুরূপভাবে আখলাক (চরিত্র) এবং মু'আমালাত (লেনদেন) এর ক্ষেত্রে একজন ছাত্রের তার 'ইলম অনুযায়ী আমলকারী হওয়া আবশ্যিক। আর শার'ঈ 'ইলম (ইসলামী বিধিসম্মত জ্ঞান) মু'মিনগণের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং উত্তম ভালবাসা সংবলিত প্রত্যেক উৎকৃষ্ট চরিত্রের দিকে আহ্বান করে। এমনকি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।"

তিনি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

"যদি কেউ নিজেকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা এবং জান্নাতে প্রবেশ করানোকে পছন্দ করে, তাহলে তার নিকটে যেন তার মৃত্যু আসে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। আর সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে, যে আচরণ সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।

আর অধিকাংশ মানুষের উপকারের আগ্রহ এবং ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের চরিত্রের কারণে তাতে সক্ষম হয় না। আমরা দেখতে পায় তাদের মধ্যে কঠোরতা রয়েছে। এমনকি আল্লাহ্'র দিকে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে কঠোরতা করতে দেখতে পায়। আর এটি ঐ চরিত্রসমূহের বিপরীত, যে চরিত্রসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। আরও জেনে রাখো যে, যা আল্লাহ্'র নিকটবর্তী করে দেয়, উত্তম চরিত্র তার অন্তর্ভুক্ত। আর সর্বোত্তম মানুষ হলেন রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মর্যাদার দিক দিয়ে রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবচেয়ে নিকটতম মানুষ হলেন চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি। যেমন রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَ إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَ أَبْعَدُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَ الْمُتَشَدِّقُونَ وَ الْمُتَفَيْهِقُونَ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ

عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ :الْمُتَكَبِّرُونَ

নিশ্চয় আমার নিকটে তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে পছন্দনীয় এবং কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নৈকট্যশীল ব্যক্তি হলেন তোমাদের মধ্য থেকে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি। আর আমার নিকটে তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন স্থানের দিক দিয়ে সবচেয়ে দূরবর্তী ব্যক্তি হলো বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং 'আল-মুতাফাইহিকুন'। ছা'হাবাগণ বল্লেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল, অবশ্যই আমরা বাচাল এবং ধৃষ্ট-নির্লজ্জ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তাহলে 'আল-মুতাফাইহিকুন' কারা? তিনি বলেন: 'অহংকারীরা'।

ষষ্ঠ আদেশ: আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া: একজন শিক্ষার্থী তার 'ইলম অনুযায়ী (মানুষকে) আল্লাহ্'র দিকে আহ্বানকারী (দা'ঈ) হবে। সে প্রতিটি সুযোগেই মসজিদে, বিভিন্ন মজলিসে এবং হাটে-বাজারে (দ্বীনের) দা'ওয়াত দিবে। আল্লাহ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবুওয়াত এবং রিসালাত প্রদানের পরে তিনি তাঁর বাড়িতে বসে থাকতেন না। বরং প্রতিটি সুযোগেই তিনি লোকদেরকে (দ্বীনের) দা'ওয়াত দিতেন এবং পদক্ষেপ দিতেন। আর আমি সকল শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে এটি চাই না যে, তারা কিতাবসমূহের প্রতিলিপি/কপি হবে। বরং আমি তাদের পক্ষ থেকে এটি চাই যে, তারা কর্মঠ আলিম হবে।

সপ্তম আদেশ: প্রজ্ঞা বিচক্ষণতা :একজন শিক্ষার্থী প্রজ্ঞার সাজে সজ্জিত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

"তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়"। (সূরাহ আল-বাক্বরাহ; ২:২৬৯।)

যে চরিত্রের দ্বারা চরিত্রবান হওয়া যায়, তা অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী অন্যের শিক্ষক হবে। যেন সে প্রত্যেক মানুষকে যোগ্যতা অনুযায়ী (দ্বীনের পথে) আহ্বান করতে পারে। আর যখন আমরা এই পথে চলব, তখন আমাদের জন্য অনেক কল্যাণ অর্জিত হবে। যেমন আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ) বলেন,

وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

"আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়।" সূরাহ আল-বাক্বরাহ; ২:২৬৯। আর হাকীম এর পরিচয়:

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْأَشْيَاءَ مَنازِهَا

"হাকীম হলেন তিনি, যিনি বিভিন্ন জিনিসকে সেগুলোর নিজ নিজ অবস্থানে নামিয়ে দেন।"

কেননা "হাকীম” শব্দটি)الإِحْكَمُ(মাছদার থেকে গৃহীত এবং তার অর্থ হলো: দক্ষতা। আর কোনকিছুর দক্ষতা হলো: তাকে তার অবস্থানে নামিয়ে দেওয়া। অতএব, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য উচিত হলো, বরং অপরিহার্য হলো সে তার দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হাকীম/প্রজ্ঞাবান হবে। আর আল্লাহ তাঁর বাণীতে দা'ওয়াত প্রদানের স্তরসমূহ উল্লেখ করেছেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"(হে রাসূল!) আপনি (মানুষকে) আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে হিকমাহ/প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে বিতর্ক করুন।"(সূরাহ আন-না'হল; ১৬:১২৫।)

আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থধারী (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) দের সাথে বিতর্ক করার ক্ষেত্রে ৪র্থ স্তর উল্লেখ করে বলেন,

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

"তোমরা গ্রন্থধারী (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) দের সাথে উত্তমভাবে বিতর্ক করো। তবে তাদের মধ্য থেকে যারা সীমালঙ্ঘন করে (তাদের সাথে কোন বিতর্ক নেই)।" (সূরাহ আল-'আন্কাবৃত; ২৯:৪৬।)

অতএব, একজন শিক্ষার্থী দা'ওয়াত প্রদানের পদ্ধতিসমূহের মধ্য থেকে গ্রহণীয়তার অধিক নিকটবর্তী পদ্ধতিকে বেছে নিবে।

আর এর দৃষ্টান্ত নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দা'ওয়াত প্রদানের মধ্যেই রয়েছে:

এক বেদুঈন (অর্থাৎ, আরবের এক গ্রাম্য) লোক আসল। তারপর মসজিদের এক কোণে পেশাব করল। অতঃপর তার নিকটে ছা'হাবাগণ আসলেন তাকে ধমক দেওয়ার

জন্য। তারপর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (ধমক দিতে) নিষেধ করলেন। আর যখন সে লোক পেশাব শেষ করল, তখন নাবী
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং তাকে বলেন:

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا تُبْنَى لِذِكْرِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ، وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

"নিশ্চয় এসব মসজিদ এই পেশাব এবং ময়লা জিনিসের কারণে পবিত্র থাকে না। কেবলমাত্র এসব মসজিদ আল্লাহ্'র যিক্র করা, ছলাত আদায় করা এবং আল- কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য তৈরি করা হয়।

অথবা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি মনে কর এই হিকমাহ্'র চেয়ে অধিকতর উত্তম কিছু আছে? তারপর এই বেদুঈন লোকের বক্ষ প্রসারিত হলো এবং পরিতৃপ্ত হলো। এমনকি সে বলল,

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَ مُحَّداً، وَ لَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً

"হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতি এবং মুহাম্মাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আর আমাদের সাথে কাউকে অনুগ্রহ করবেন না।"

আরেকটি ঘটনা হলো: মু'আবিয়াহ বিন হাকাম আস-সুলামী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ :يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ :وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهُ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَ لا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ، مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ :إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا

هُوَ التَّسْبِيحُ وَ التَّكْبِيرُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

"একদা আমি রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছলাত আদায় করলাম। যখন জামা'আতের এক লোক হাঁচি দিল, তখন আমি বল্লাম: يَرْحَمُكَ الله (আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন)। অত:পর জামা'আতের লোকেরা আমার দিকে রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তারপর আমি বল্লাম: হায়! আমার মা সন্তান হারানোর শোক অনুভব করুক। তোমাদের কি অবস্থা? তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে আছো? তখন তারা তাদের উরুর উপর তাদের হাত চাপড়াতে শুরু করল। অত:পর (আমার রাগ হওয়া স্বত্বেও) যখন আমি তাদেরকে দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চায়, তখন আমি চুপ করলাম। অবশেষে যখন রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছলাত আদায় (শেষ) করলেন, (তখন আমি তাকে সব কিছু বল্লাম)। আমার পিতা ও মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! আমি তাঁর পূর্বে ও পরে এমন কোন শিক্ষককে দেখি নি, যিনি তাঁর চেয়ে শিক্ষাদানের দিক দিয়ে উত্তম। অতএব, আল্লাহ্'র কসম! (আমার কথা শুনে) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ধমক দেন নি, প্রহার করেন নি এবং তিরস্কার করেন নি। বরং তিনি বলেছেন: নিশ্চয় ছলাতে মানুষের কোন কথা বলা উচিত নয়। কেবলমাত্র ছলাতে তাসবীহ পাঠ করা, তাকবীর দেওয়া এবং আল-কুরআন তিলাওয়াত করা চলবে।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্'র দিকে দা'ওয়াত প্রদান হিকমাহ্'র (প্রজ্ঞার) সাথে হওয়া অপরিহার্য; যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত হলো: নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন। এমতাবস্থায় তার হাতে স্বর্ণের আংটি ছিল। আর স্বর্ণের আংটি পুরুষ লোকদের জন্য 'হারাম। তাই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত থেকে আংটি খুলে ফেল্লেন এবং তা নিক্ষেপ করলেন। আর তিনি বলেন,

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ }، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ :لَا وَاللهِ، لَا أَخُذُهُ أَبَدًا وَ قَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

"{তোমাদের কেউ কেউ আগুনের টুকরার কাছে যায়। তারপর সে ব্যক্তি তার হাতে তা রাখে।) রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে যাওয়ার পর তাকে বলা হলো: তুমি তোমার আংটি তুলে নাও এবং তা দ্বারা উপকার গ্রহণ করো। লোকটি বল্ল: না, আল্লাহ্'র কসম! আমি তা কক্ষনোই তুলে নিব না। (কেননা) অবশ্যই রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিক্ষেপ করেছেন"। (ছহীহ মুসলিম; হা.নং: (২০৯০)।)

এখানে নির্দেশের ধরণ হলো কঠিন। আল্লাহ্'র দিকে প্রত্যেক দা'ওয়াত প্রদানকারীর জন্য উচিত হলো সকল বিষয়কে সেগুলোর নিজস্ব স্থানে স্থান দেওয়া এবং সকল মানুষকে সমান মনে না করা। আর বর্তমানে অধিকাংশ দা'ঈ যে অবস্থার উপর রয়েছেন, সে সম্পর্কে যখন আমরা চিন্তা করি; তখন আমরা বুঝতে পারি যে, তাদের কাউকে আবেগ পাকড়াও করেছে। এমনকি মানুষ তার দা'ওয়াত থেকে দূরে সরে যায়। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে তার আবেগের কারণে কোন হারাম কাজ করতে দেখতে পায়, তাহলে সে ব্যক্তি তার কঠিন ও চরম নিন্দা করে এবং বলে: তুমি আল্লাহ্'কে ভয় কর না এবং এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আরও অনেক কথা বলে। এমনকি লোকটি তার থেকে দূরে চলে যায়। আর এটি ঠিক নয়। শাই'খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহিঃ) বলেন: মানুষ যখন এ ধরণের লোকদের দিকে লক্ষ্য করে, তখন তাদেরকে বাচাল মনে করে। তাদের উপর হতবুদ্ধিতা কর্তৃত্ব করে এবং শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়। কেননা শয়তান তাদের প্রতি বিনয়ী হয়, তাদেরকে অনুগ্রহ করে এবং যা দ্বারা লোকদেরকে বিপদে ফেলা যায়, শয়তানকে তা দান করার কারণে শয়তান আল্লাহ্'র প্রশংসা করে। ঐ লোকদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তরশক্তি রয়েছে। কিন্তু তাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তরশক্তি তাদের কোন উপকারে আসে না। হে ভাইয়েরা! পাপীদের দিকে দু'টি দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা আমাদের উচিত। (১) শার'ঈ দৃষ্টিতে। (২) ভাগ্যের দৃষ্টিতে

শার'ঈ দৃষ্টিতে বলতে বোঝায়: আল্লাহ্'র দ্বীনের ব্যাপারে কোন নিন্দাকারীর নিন্দা যেন আমাদেরকে পাকড়াও না করে। যেমন ব্যভিচারিণী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"ব্যভিচারিণী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষের মধ্য থেকে প্রত্যেককে ১০০ টি বেত্রাঘাত করো এবং আল্লাহ্'র বিধানের ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের প্রতি কোন দয়া তোমাদেরকে যেন পাকড়াও না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর"। (সূরাহ আন-নূর; ২৪:২।)

আর পাপীদের দিকে আমরা শার'ঈ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করব। অতঃপর তাদের প্রতি আমরা অনুগ্রহ করব, তাদের প্রতি সদয় হব এবং তাদের সাথে ভাল আচরণ করব। আর এটি হলো একজন 'ইল্ম অন্বেষণকারীর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য থেকে একটি বৈশিষ্ট্য। যা একজন মূর্খ লোকের বৈশিষ্টের বিপরীত, যার আবেগ রয়েছে, কিন্তু 'ইলম নেই। অতএব, আল্লাহ্'র দিকে দা'ওয়াত প্রদানকারী একজন শিক্ষার্থীর 'হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ব্যবহার করা অপরিহার্য।

অষ্টম আদেশ :ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর ধৈর্যশীল হওয়া : একজন ছাত্র 'ইলম অর্জন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং বিরক্ত হবে না। বরং সক্ষমতা অনুযায়ী 'ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে অটল থাকবে। আর সে যেন 'ইলম অজনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে এবং বিরক্ত না হয়। কেননা যখন কোন লোক বিরক্ত হয়, তখন সে লোক ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কাজ ছেড়ে দেয়। কিন্তু যখন সে 'ইলম অর্জনের ব্যাপারে অধ্যবসায়ী হবে, তখন সে একদিক থেকে ধৈর্যশীলগণের মত ছাওয়াব পাবে, অপরদিক থেকে ভাল ফল হবে। অতএব, তুমি আল্লাহ্'র বাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো, যা তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্বোধন করে বলেছেন,

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

"এটি অদৃশ্যের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার নিকটে প্রত্যাদেশ পাঠাচ্ছি, যা এর পূর্বে আপনি এবং আপনার সম্প্রদায় জানত না। অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ ধারণ করুন। নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য"। (সূরাহ হুদ; ১১:৪৯।)

নবম আদেশ :আলিমগণকে সম্মান এবং মূল্যায়ন করা:নিশ্চয় 'আলিমগণকে সম্মান করা এবং মূল্যায়ন করা সকল শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য। 'আলিমগণ এবং সাধারণ জনগণের মাঝে যে মতানৈক্য হয়, সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অন্তর প্রসারিত হওয়া আবশ্যিক। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা কিছু লোক অন্যদের ভুলগুলোর অনুসরণ করে, যেন ভুলগুলো থেকে এমন কিছু গ্রহণ করতে পারে, যা তাদের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। আর মানুষের সাথে গণ্ডগোল করে। এটি সবচেয়ে বড় ভুলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর যখন একজন সাধারণ মানুষের 'গিবত করা কবীরাহ (বড়) গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, তখন একজন 'আলিমের 'গিবত করা সবচেয়ে বড় গুনাহ। একজন 'আলিমের বিরুদ্ধে অপর একজন 'আলিমের 'গিবত করার ক্ষতি কম নয়। আর মানুষ যখন কোন 'আলিমের ব্যাপারে উদাসীন হয় অথবা কোন 'আলিম মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যান, তখন তাঁর বাণী ও বাতিল হয়ে যায়। আর যখন কোন 'আলিম হক কথা বলেন এবং হক্কের দিকে দা'ওয়াত দেন, তখন এই 'আলিমের ব্যাপারে কোন লোকের 'গিবত মানুষের মাঝে এবং তার শার্'ঈ 'ইল্মের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আর এর ভয়াবহতা অনেক বড় এবং কঠিন।

আমি বলব: নিশ্চয় এসকল যুবকদের উপর অপরিহার্য হলো যে, ভাল নিয়্যাতে এবং ইজতিহাদের কারণে 'আলিমগণের মাঝে যে মতানৈক্য চলে তা মেনে নেওয়া। আর ইজতিহাদের ক্ষেত্রে 'আলিমগণ যে ভুল করেন, সে ক্ষেত্রে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া। কোন প্রতিবন্ধকতা নেই যে, 'আলিমগণ যা বিশ্বাস করেন সে ব্যাপারে যুবকরা তাঁদেরকে বলবে, আপনাদের বিশ্বাসটি ভুল। যেন 'আলিমগণের নিকটে এটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভুলটি কি তাদের পক্ষ থেকে; নাকি যারা বলেছে: 'আলিমগণ ভুল করেছেন, তাদের পক্ষ থেকে? কেননা মানুষ কখনো কখনো কল্পনা করে যে, 'আলিমের কথাটি ভুল। অতঃপর বির্তকের পর 'আলিমের নিকটে তাঁর মতের সঠিকতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর মানুষ সর্ম্পকে রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

"প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর সর্বোত্তম ভুলকারী হলো তাওবাকারী"।

একজন 'আলিমের ভুলের কারণে এবং মানুষের মাঝে ভুলটি ছড়িয়ে পড়ার কারণে খুশি হওয়া, তারপর বিভিন্ন দল সৃষ্টি হওয়া সালাফগণের পন্থা নয়। অনুরূপভাবে নেতাবর্গের পক্ষ থেকে যে ভুলগুলো হয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে নিন্দা করা থেকে মুক্ত থাকার জন্য সে ভুলগুলো ধরা এবং তাদের ভাল কাজগুলো উপেক্ষা করা আমাদের জন্য ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তাঁর কিতাব (আল-কুরআন) এ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্'র উদ্দেশ্যে (হক্কের উপর) প্রতিষ্ঠিত থাকো (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য প্রদান করো। আর (কাফির) সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ যেন সুবিচার না করার ব্যাপারে তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে"।(সূরাহ আল- মায়িদাহ; ৫:৮।)

অর্থাৎ, (কাফির) সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন অন্যায়ভাবে কিছু করতে প্ররোচিত না করে। অতএব, ন্যায়পরায়ণতা হলো অপরিহার্য বিষয়। আর নেতাবর্গের মধ্য থেকে অথবা 'আলিমগণের মধ্য থেকে কারও দোষ-ত্রুটি ধরা মানুষের জন্য বৈধ নয়। (যদি দোষ-ত্রুটি ধরা হয়) তাহলে সেগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর মানুষ নেতাবর্গের এবং 'আলিমগণের ভাল কাজ ও ভাল উপদেশ থেকেও বিরত থাকবে। সুতরাং, এটি ন্যায়পরায়ণতা নয়। আর এই বিষয়টিকে তোমার নিজের সাথে তুলনা করো। যদি কোন ব্যক্তি তোমার নিজের উপর কর্তৃত্ব করে; আর তোমার নিন্দা ও খারাপ কর্মসমূহ ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমার ভাল কর্মসমূহ গোপন থাকে; তাহলে তুমি এটিকে তার পক্ষ থেকে তোমার নিজের বিরুদ্ধে অপরাধ মনে করবে। অতএব, যখন তুমি তোমার নিজের ক্ষেত্রে এটিকে অপরাধ মনে করলে, তখন তোমার উপর অপরিহার্য হলো যে, অন্যের ক্ষেত্রেও তুমি এটিকে অপরাধ মনে করবে। সুতরাং, কত মানুষ বিতর্কের পর তার নিজের মত থেকে যার মত সঠিক, তার মতের দিকে ফিরে আসে। অথচ আমরা মনে করি, এটি ভুল। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"নিশ্চয় একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্য প্রসাদস্বরূপ। যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

،فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

"যদি কেউ নিজেকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা এবং জান্নাতে প্রবেশ করানোকে পছন্দ করে, তাহলে তার নিকটে যেন তার মৃত্যু আসে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। আর সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে, যে আচরণ সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।" আর এটিই হলো ন্যায়পরায়ণতা এবং সততা।

দশম আদেশ: কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা:

'ইলন অর্জনের ব্যাপারে এবং এমন কিছু মূলনীতি আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে পূর্ণ আকাংক্ষা থাকা সকল শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। যদি একজন শিক্ষার্থী সেসব মূলনীতি দ্বারা আরম্ভ না করে, তাহলে তার কোনই সফলতা নেই। আর সে মূলনীতিগুলো হচ্ছে:
ক আল -কুরআনুল কারিম: (কুরআন) তিলাওয়াত করা, মুখস্থ করা, বুঝা এবং এর প্রতি আমল করার দিক দিয়ে এর সাথে লেগে থাকা একজন শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য। কেননা আল-কুরআন আল্লাহ্'র মজবুত রশি, সকল জ্ঞানের মূলভিত্তি। সালাফগণ আল-কুরআনের সাথে চূড়ান্তভাবে লেগে থাকতেন। সুতরাং, আল-কুরআনের সাথে তাঁদের লেগে থাকার কারণে তাঁদের সম্পর্কে আশ্চর্যজনক বিষয় বর্ণনা করা হয়। অতএব, তুমি তাঁদের কাউকে সাত বছর বয়স অবস্থায় এবং তাঁদের কাউকে এক মাসের কম সময়ে আল-কুরআন মুখস্থ করতে দেখতে পাবে। আর এর মাঝে আল-কুরআনের সাথে সালাফগণের আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। সুতরাং, আল-কুরআনের সাথে আঁকড়ে থাকা এবং একজন শিক্ষকের সাহায্যে তা মুখস্থ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক। কেননা শিক্ষা করার মাধ্যমেই তা অর্জন করা যায়।

আর দুঃখজনক বিষয় হলো যে, আল-কুরআন মুখস্থ করে না এমন কতিপয় শিক্ষার্থীকে তুমি দেখতে পাবে, এমনকি কতিপয় শিক্ষার্থী সুন্দরভাবে আল-কুরআন তিলাওয়াত করে না। আর এটি 'ইলম অন্বেষণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে ১টি বড় ত্রুটি। একারণে আমি পুনরাবৃত্তি করছি যে, আল-কুরআন মুখস্ত করা, এর প্রতি আমল করা, এর দিকে দা'ওয়াত দেওয়া এবং 'সালাফে- ছলে'হগণের "বুঝ" অনুযায়ী তা বুঝা সকল শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য।

খ.ছহীহ সুন্নাহ: এটি ইসলামী শরী'আতের ২টি উৎসের ২য় তম (উৎস)। আর এটি আল-কুরআনুল কারীমকে ব্যাখ্যা করে। সুতরাং, আল-কুরআনুল কারীম এবং ছহীহ সুন্নাহ্'র মাঝে সমন্বয় করা, এই ২টির সাথে আঁকড়ে থাকা এবং সুন্নাহ সংরক্ষণ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক। হয় মূল হাদীছগুলো মুখস্থ করার মাধ্যমে অথবা হাদীছগুলোর সানাদ ও মতন সম্পর্কে গবেষণা করার মাধ্যমে এবং য'ঈফ (দুর্বল) হাদীছ থেকে ছহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীছকে পৃথক করার মাধ্যমে (সুন্নাহ্'কে সংরক্ষণ করবে)। অনুরূপভাবে সুন্নাহ্'র পক্ষ সমর্থন করার মাধ্যমে এবং সুন্নাহ্'র ক্ষেত্রে বিদ'আতপন্থীদের সংশয়গুলোর জওয়াব দেওয়ার মাধ্যমেও সুন্নাহ্'র সংরক্ষণ হয়। সুতরাং, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক আল-কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্'কে আঁকড়ে থাকা। আর এই ২টি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য পাখির ২টি ডানার মত। যখন এই ২টি ডানা ভেঙ্গে যাবে, তখন পাখিটি উড়তে পারে না। একারণেই তুমি আল-কুরআন থেকে অন্যমনস্ক হয়ে (শুধুমাত্র) আস-সুন্নাহ্'কে রক্ষা করো না। অথবা তুমি আস-সুন্নাহ থেকে অন্যমনস্ক হয়ে (শুধুমাত্র) আল-কুরআন'কে রক্ষা করো না। অধিকাংশ শিক্ষার্থী সুন্নাহ, এর ব্যাখ্যাসমূহ, এর রাবীগণ (বর্ণনাকারীগণ) এবং এর পরিভাষাগুলোর প্রতি পূর্ণ মনযোগ দেয়। কিন্তু তুমি যদি তাকে আল্লাহ্'র কুরআন থেকে কোন ১টি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তাহলে অবশ্যই তুমি তাকে আয়াতটি সম্পর্কে অজ্ঞ দেখতে পাবে। আর এটি ১টি বড় ত্রুটি/ভুল। অতএব, হে শিক্ষার্থী! আল-কুরআন এবং আস-সুন্নাহ তোমার জন্য ২টি ডানা হওয়া অপরিহার্য।

গ. আলিমগণের বক্তব্য : এটি ৩য় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব, আলিমগণের বক্তব্যকে অবহেলা করো না এবং তা উপেক্ষা করো না। কেননা আলিমগণ 'ইলমের ক্ষেত্রে দক্ষতার দিক দিয়ে তোমার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। আর তাঁদের নিকটে (ইসলামী)

শারী'আহ্'র নিয়ম-নীতি, তাৎপর্য এবং মূলনীতিসমূহ রয়েছে; যা তোমার নিকটে নেই। আর একারণেই যখন গবেষণাকারী সম্মানিত আলিমগণের নিকটে কোন ১টি মত অগ্রাধিকার পেত, তখন তাঁরা বলতেন: যদি কেউ এরূপ বলে, তবুও আমরা এরূপ বলি না।

এজন্য আল্লাহ্'র কিতাব (আল-কুরআন) ও তাঁর রাসূলের)ﷺ(সুন্নাহ্'র দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং আলিমগণের বক্তব্যের সাহায্য নেওয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক। আর আল-কুরআন মুখস্ত করা, গবেষণা করা এবং আল-কুরআন যা (বিধি-বিধান) নিয়ে এসেছে তার উপর আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ্'র কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন (সম্পন্ন) হয়। কেননা আল্লাহ বলেনঃ

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

"আমি এই কল্যাণময় গ্রন্থ আপনার নিকটে অবতীর্ণ করেছি, যেন তারা (লোকেরা) এর আয়াতসমূহ গবেষণা করে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ উপদেশ গ্রহণ করে"। (সূরাহ ছদ; ৩৮:২৯।)

}الدَبَّرُ{ শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে (আয়াতসমূহের) অর্থ বুঝা। আর {সা} শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আল-কুরআনের প্রতি আমল করা। এই তাৎপর্যের কারণেই এই আল-কুরআনটি নাযিল হয়েছে। আর যখন এই কারণে আয়াতটি নাযিল হলো, তখন আমরা আল-কুরআন গবেষণা করার জন্য এবং এর অর্থসমূহ জানার জন্য কিতাব (আল-কুরআন) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করব। অতঃপর আল-কুরআন যা নিয়ে এসেছে তা মেনে চলব। আর আল্লাহ্'র শপথ (করে বলছি)! নিশ্চয় এর মাঝে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

"তারপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে দিক-নির্দেশনা আসবে, তখন যে ব্যক্তি আমার দিক-নির্দেশনার অনুসরণ করবে; সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হবে না এবং

দুর্ভাগ্যবান হবে না।* আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে ব্যক্তির জন্য দুঃখময় জীবন রয়েছে। আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত করব"। (সূরাহ ছদ; ৩৮:১২৩-১২৪।)

আর একারণেই তুমি মু'মিনের চেয়ে অবস্থার দিক দিয়ে অধিকতর সুখী, অন্তরের দিক দিয়ে অধিকতর প্রশস্ত এবং অন্তরে প্রশান্তির দিক দিয়ে দৃঢ়তর কাউকে কখনোই খুঁজে পাবে না। এমনকি যদিও উক্ত মু'মিন লোকটি দরিদ্র হয়। অতএব, একজন মু'মিন সুখের দিক দিয়ে ও প্রশান্তির দিক দিয়ে সর্বাধিক শক্তিশালী এবং অন্তরের দিক দিয়ে সর্বাধিক প্রশস্ত। আর তোমরা যদি চাও, তাহলে আল্লাহ্'র (এই) বাণীটি তিলাওয়াত করো,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ

"পুরুষ এবং মহিলার মধ্য থেকে যদি কেউ মু'মিন অবস্থায় সৎ আমল করে, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে সুখী জীবন দান করব এবং তারা যে আমল করত তার চেয়ে অধিকতর উত্তম পুরুষ্কার তাদেরকে দান করব"। (সূরাহ আন-না'হল; ১৬:৯৭।)

প্রশ্ন: সুখী জীবন কী?

উত্তর: সুখী জীবন হলো: অন্তরের আনন্দ এবং মনের প্রশান্তি, এমনকি যদিও মানুষ গুরুতর দারিদ্রের মাঝে থাকে। কেননা এটি প্রশান্ত আত্মা, প্রফুল্ল অন্তর। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মু'মিনের বিষয় আশ্চর্যজনক। নিশ্চয় তার সকল কাজ সর্বাধিক কল্যাণকর। এটি মু'মিন ছাড়া অন্য কারও জন্য হতে পারে না। যদি তার নিকটে সুখ-শান্তি এসে পড়ে, তাহলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অতএব, এটি তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তার

নিকটে দুঃখ-কষ্ট এসে পড়ে, তাহলে সে ধৈর্যধারণ করে। অতএব, এটি তার জন্য কল্যাণকর"।

প্রশ্ন: যখন কাফিরের নিকটে দুঃখ-কষ্ট এসে পড়ে, তখন সে কি ধৈর্যধারণ করে?

উত্তর: না! বরং সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং দুনিয়া তার উপর চাপ দেয়। আর কখনো কখনো সে আত্মহত্যা করে। কিন্তু মু'মিন ধৈর্যধারণ করে এবং আনন্দ ও প্রশান্তির মাধ্যমে ধৈর্যের স্বাদ পায়। আর একারণেই তার জীবন সুখী হয়। এব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বাণীটি হচ্ছে,

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

তাহলে অবশ্যই আমি তাকে সুখী জীবন দান করব। (সূরাহ আন-না'হল; ১৬:৯৭।)

অতএব, একজন মু'মিন যেখানেই থাকুক, (সেখানেই) কল্যাণের মধ্যে থাকে এবং সে ইহকালে ও পরকালে লাভবান হয়। আর একজন কাফির অকল্যাণের মধ্যে থাকে এবং সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْعَصْرِ *إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ *إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"মহাকালের শপথ *নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে *তবে (তারা নয়,) যারা

ঈমান আনে, সৎ আমল করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে

ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়"। সূরাহ 'আছর; ১০৩:১-৩।

একাদশ-আদেশ:(বিভিন্ন সংবাদ এবং বিভিন্ন বিধানের ব্যাপারে) নিশ্চিত হওয়া:

যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচারসমূহ দ্বারা সজ্জিত হওয়া একজন শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য, সেগুলোর মধ্য থেকে একটি শিষ্টাচার হলো; বর্ণিত সংবাদসমূহের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং প্রকাশিত বিধানসমূহের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। অতএব, যখন সংবাদগুলো বর্ণিত হবে: তখন প্রথমত এগুলোর ব্যাপারে এটি নিশ্চিত হওয়া অপরিহার্য যে, যার নিকটে উক্ত সংবাদগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো ছহীহ নাকি ছহীহ না? অতপর যখন সংবাদগুলো ছহীহ হবে, তখন সংবাদগুলো বিধানে সাব্যস্ত হবে। কখনো কখনো তোমার শ্রুত বিধানটি কোনো একটি মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল, যে মূলনীতিটি তুমি জান না। ফলে তুমি ফায়সালা দাও যে, এই বিধানটি ভুল। অথচ বাস্তবতা হলো যে, এই বিধানটি ভুল নয়। তাহলে এই অবস্থায় সমাধান কিরূপ হবে?

সমাধান হলো: যার সাথে সংবাদটি সম্পৃক্ত, তার নিকটে তোমার যাওয়া এবং বলা: আপনার থেকে এরূপ এরূপ সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। এটি কি ছহীহ? তারপর তুমি তার সাথে বিতর্ক করবে।

অতএব, প্রথমত আবশ্যিক হলো: সংবাদ এবং বিধানের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। এরপর যার থেকে সংবাদটি বর্ণিত হয়েছে, তার নিকটে তুমি যাবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে: এটি কি ছহীহ নাকি ছহীহ না? তারপর তুমি তার সাথে বিতর্ক করবে। যদি সে লোক হক্কের উপর এবং সঠিক মতের উপর থাকে, তাহলে তুমি তার মতের দিকে ফিরে যাবে। আর যদি সঠিকতা তোমার নিকটে থাকে, তাহলে সে লোকটি তোমার সঠিক মতের দিকে ফিরে আসবে।

সারাংশ হলো যে: যখন কোনো ব্যক্তির থেকে কোনো সংবাদ বর্ণিত হবে, যা তুমি মনে কর যে এটি ভুল; তখন তুমি ধারাবাহিক তিনটি পন্থা অবলম্বন করবেঃ

(১) সংবাদটির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে নিশ্চত হওয়া।

(২) বিধানটির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা। অতএব, বিধানটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে তার পক্ষ অবলম্বন কর। আর যদি বিধানটিকে তুমি ভুল দেখ, তাহলে তুমি সঠিক পন্থা অবলম্বন কর।

(৩) যার দিকে বর্ণনাটিকে সম্বোধন করা হয়েছে, তার নিকটে সে বর্ণনার ব্যাপারে বিতর্ক করার জন্য যাওয়া। আর এই বিতর্কটি যেন শান্তভাবে এবং সম্মানের সাথে হয়।

দ্বাদশ আদেশ: আল্লাহ তায়ালা এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য বুঝার ব্যাপারে লেগে থাকা : 'ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তার রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্য বুঝা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা অধিকাংশ মানুষকে 'ইলম 'দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে (সঠিক) বুঝ দেওয়া হয় নি। (অতএব) বুঝা ছাড়া আল্লাহ্'র কুর'আন এবং রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ থেকে যা সহজ, তা তোমার মুখস্ত করা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা উদ্দেশ্য করেছেন, তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল থেকেই তোমার বুঝা আবশ্যক। কোনো কোনো দলের পক্ষ থেকে কতইনা ভুল সংঘটিত হয়! যে দলের লোকজন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্য ছাড়াই কুর'আন-সুন্নাহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে। এর ফলে পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি হয়।

আর এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছি। জেনে নাও! তা হলোঃ বুঝার ক্ষেত্রে যে ভুল হয়, তা কখনো কখনো অজ্ঞতার ভুলের চেয়ে কঠিন ঝুঁকিপূর্ণ হয়। কেননা অজ্ঞ ব্যাক্তি যখন তার না জানার কারণে ভুল করে, তখন সে জানে যে, সে জাহেল। ফলে সে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি যখন ভুল করে, তখন সে নিজে নিজে এই বিশ্বাস করে যে, সে একজন অভ্রান্ত আলিম এবং সে এটাও বিশ্বাস করে যে, এটিই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্য।

আর একারণে আমরা কিছু উদাহরণ পেশ করব, যেন আমাদের নিকটে "বুঝ" এর গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রথম উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَ كُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا فَاعِلِينَ

"স্মরণ করো দাউদ এবং সুলাইমানের কথা! যখন তারা শস্যক্ষেতের ব্যাপারে বিচার করছিল। যখন তাতে কোনো সম্প্রদায়ের মেষ রাতের বেলা ঢুকে পড়েছিল। আর আমি তাদের বিচার (কার্য) প্রত্যক্ষ করছিলাম * অতঃপর আমি সুলাইমানকে এবিষয়ের (সঠিক) বুঝ দিয়েছিলাম। আর আমি (তাদের) প্রত্যেকেই বিচারশক্তি এবং জ্ঞান দিয়েছিলাম। আর আমি পর্বতমালা এবং পাখিদেরকে (দাউদের) অধীন করে দিয়েছিলাম, তারা দাউদের সাথে তাসবী'হ পাঠ করত। আর এসবকিছু আমিই করছিলাম।(সূরাহ আল-আম্বিয়া; ২১:৭৮-৭৯।)

আল্লাহ তা'আলা এই বিচারের ক্ষেত্রে "বুঝ" এর কারণে দাউদ (আ:) এর উপর সুলাইমান (আ:) কে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ্'র বাণী: অতঃপর আমি সুলাইমানকে এবিষয়ের (সঠিক) বুঝ দিয়েছিলাম)। কিন্তু এখানে দাউদ (আঃ) এর 'ইলমে কমতি নেই। যেমন আল্লাহ্'র বাণী: (আর আমি (তাদের) প্রত্যেকেই বিচারশক্তি এবং জ্ঞান দিয়েছিলাম। আর তুমি এই সম্মানিত আয়াতের দিকে লক্ষ্য করো, আল্লাহ যা উল্লেখ্য করেছেন। যার কারণে সুলাইমান (আ:) শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, তা হলো "বুঝ"। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ:) এর ও শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আর আমি পর্বতমালা এবং পাখিদেরকে (দাউদের) অধীন করে দিয়েছিলাম, তারা দাউদের সাথে তাসবী'হ পাঠ করত"।

যেন তাঁদের দু'জনের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই সমান। তারপর তাঁরা দু'জন যে ক্ষেত্রে একত্রিত হয়েছেন, আল্লাহ তা উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো: বিচারশক্তি এবং 'ইলম। অবশেষে দু'জনের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই যে কারণে একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, আল্লাহ তা উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতটি আমাদের নিকট "বুঝ" এর গুরুত্বের উপর প্রমাণ করে। আর 'ইলম অর্জনই সবকিছু নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ: যদি তোমার নিকটে দু'টি পাত্র থাকে। দু'টি পাত্রের একটিতে তীব্র গরম পানি থাকে এবং অপরটিতে তীব্র ঠান্ডা থাকে। এমতাবস্থায় ঋতু হলো শীতকাল। অতএব, কোনো এক লোক জানাবাত (শারীরিক অপবিত্রতা) এর গোসল করার উদ্দেশ্যে আসল। তারপর অপর একজন লোক বললো: ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা তোমার

জন্য আবশ্যক। আর এটি একারণে যে, ঠান্ডা পানিতে কষ্ট রয়েছে। কেননা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

"আল্লাহ যার দ্বারা গুনাহসমূহ মুছে দেন এবং যার দ্বারা মর্যাদাসমূহ বৃদ্ধি করে দেন, আমি কি তোমাদেরকে সে ব্যাপারে সংবাদ দিব না? ছাহাবাহগণ বলেন: হ্যা, হে আল্লাহ্'র রাসূল! রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে অযু করা"।

লোকটি (এই হাদীছ থেকে) উদ্দেশ্য নিয়েছেন ঠান্ডার দিনগুলিতে পরিপূর্ণরূপে অযু করা। অতএব, যখন তুমি ঠান্ডা পানি দিয়ে পরিপূর্ণরূপে অযু করবে, তখন এটি অবহাওয়ার প্রকৃতির অনুকূল গরম পানি দ্বারা তোমার অযু করার চেয়ে অধিকতর উত্তম। সুতরাং, লোকটি ফাতওয়া দিয়েছেন যে, ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা সর্বোত্তম। আর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তাহলে ভুলটি কি জানার ক্ষেত্রে, নাকি বুঝার ক্ষেত্রে?

উত্তর: ভুলটি বুঝার ক্ষেত্রে হয়েছে। কেননা রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

"কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে অযু করা"।

অথচ তিনি বলেন নি: অযুর জন্য ঠান্ডা পানি নির্বাচন করো। আর তিনি দু'টি ব্যাখ্যার মাঝে পার্থক্য করেছেন। যদি হাদীছটিতে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি বর্ণিত হতো, তাহলে আমরা বলতাম: হ্যা, তুমি ঠান্ডা পানি নির্বাচন কর। অথচ রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

"কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে অযু করা"।

অর্থাৎ, পানির শীতলতা পরিপূর্ণরূপে অযু করা থেকে মানুষকে বাধা দেয় না। অতঃপর আমরা বলব: আল্লাহ কি তার বান্দাদের প্রতি সহজতা চান, নাকি তাদের প্রতি কঠোরতা চান?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা চান এবং তোমাদের প্রতি কঠোরতা চান না"। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ; ২:১৮৫।)

আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ

"নিশ্চয় দ্বীন সহজ"।

সুতরাং, আমি সকল ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলব: নিশ্চয় "বুঝ"এর বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব, আল্লাহ তার বান্দাদের থেকে কি চেয়েছেন, তা বুঝা আমাদের উপর আবশ্যক। ইবাদতসমূহ পালন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ কি তাদের উপর কষ্ট দিতে চান, নাকি তাদের প্রতি সহজতা চান?

উত্তর: কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি সহজতা চান এবং আমাদের প্রতি কঠোরতা চান না।

অতএব, যে শিষ্টাচারগুলো দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর 'ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে প্রভাবিত হওয়া, উত্তম আর্দশ হওয়া, এমনকি কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী হওয়া এবং আল্লাহ্'র দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতা হওয়া উচিত; সেগুলোর মধ্য থেকে এগুলো কিছু শিষ্টাচার। সুতরাং, ধৈর্য এবং দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অর্জন হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা নির্ধারণ করেছিলাম যারা আমার আদেশ অনুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যতদিন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করত"। (সূরাহ আস-সাজদাহ; ৩২:২৪) (সোর্স :কিতাবুল ইলম বই থেকে নেওয়া)

প্রকৃত ইলম কীভাবে লাভ হয়?

প্রকৃত ইলম তাকওয়ার মাধ্যমে লাভ হয়। কারণ রাসূল সা. বলেছেন,
فَقِيهُ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِرٍ .

'একজন ফকীহ শয়তানের কাছে একহাজার আবেদ থেকে বেশি ভারী।

শুধু কিতাবী ইলম দিয়ে শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা বোঝা যায় না। বরং তাকওয়ার মাধ্যমে যে ইলম লাভ হয় তার মাধ্যমে বোঝা যায় শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা। সে ইলমের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ .

'আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দ্বীনের ইলম ও সমঝ দান করেন। নিশ্চয়ই আমি বণ্টনকারী আর আল্লাহ হলেন দাতা। কেয়ামত পর্যন্ত এই উম্মত আল্লাহর দ্বীনের ওপর কায়েম থাকবে, কারো বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

সাহাবায়ে কেরাম তো লেখাপড়া কিছুই জানতেন না, স্বাক্ষর পর্যন্ত করতে পারতেন না। অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাদের সম্পর্কে বলেছেন, اَعْمَقُهُمْ عِلْمًا তারা উম্মতের মাঝে গভীর ইলমের অধিকারী।' তারা তো কোনো কিতাবাদি পড়েননি, তাহলে কীভাবে হলেন এমন গভীর ইলমের অধিকারী? আসলে রাসূল সা.-এর সোহবতের বরকতে পেয়েছেন সেই ইলম। তাকওয়ার মাধ্যমে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ব্যাপারে রাসূল সা. দোয়া করেছেন,

اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

'হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনী বুঝ ও সমঝ দান কর।'

এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন,

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي فَأَوْصَانِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي فَإِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِنْ الْهِيَ وَنُوْرُ اللّٰهِ لَا يُعْطِي لِعَاصِي

'আমি ইমাম ওয়াকীর নিকট আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলে তিনি জবাবে বলেন, গোনাহ ছেড়ে দাও। কেননা ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর যা কোনো গোনাহগারকে দেয়া হয় না।'

সেটা কেমন ইলম গোনাহ যার প্রতিবন্ধক? কিতাবী ইলমের জন্য তো গোনাহ প্রতিবন্ধক নয়। কাফের ফাসেকও অর্জন করতে পারে কিতাবী ইলম। সুতরাং বোঝা গেলো, ইমাম শাফেয়ী রহ. কিতাবী ইলমের অভিযোগ করেননি, বরং অভিযোগ করেছেন প্রকৃত ইলমের।

ইলম কীভাবে সংরক্ষিত হয়

ইলম সংরক্ষিত হয় আমলের মাধ্যমে। কথায় বলে,

صَيْدٌ وَالْعَمَلُ قَيْدٌ

'ইলম হলো শিকার আর আমল হলো বেড়ি।' তাই ইলমকে আমলের ছাঁচে ঢালা উচিত। আবার আমলও হওয়া চাই সুন্নাত মোতাবেক। সুন্নাত হলো পোষ্ট অফিসের সিলের মত। সিল ছাড়া চিঠি যেমন নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে না, সুন্নাত ছাড়াও আমল গ্রহণযোগ্য হয় না।

ইলমে নাফের প্রথম আলামত

ইলমে নাফের প্রথম আলামত হলো, সেই ইলমের ওপর আমলের তৌফীক হয়। মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. একবার ছাত্রদের লক্ষ্য করে বলেন, ইলম কাকে বলে জান? একেক জন একেক রকম উত্তর দিল। হযরত ছিলেন চুপ। কেউ বলল, হযরত! আপনি বলে দিন ইলম কি? তিনি বলেন, ইলম এমন নূর যা থাকলে আমল না করে পারা যায় না, মনে শান্তি আসে না। আবার কোনো গোনাহ হয়ে গেলে অস্থির লাগে, কেঁদে কেঁদে তওবা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যায় না। মনের অবস্থা যদি হয় এমন তাহলে বুঝবে তোমার ইলম নাফে।

দ্বিতীয় আলামত

ইলমে নাফের দ্বিতীয় আলামত হলো, তাকওয়া ও খোদাভীতি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوا

'আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আলেমগণই আল্লাহকে বেশি ভয় করেন। যে আলেমের মাঝে খোদাভীতি আছে, তিনিই প্রকৃত আলেম।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, 'প্রকৃত আলেম হলো যার কাছে গোনাহের ক্ষতিগুলো স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। গোনাহের ক্ষতি যার চোখে যত প্রতীয়মান হবে সে ততই বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে'।

ইলম কীভাবে বৃদ্ধি পায়? ইলম দুইভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রথমত আমলের মাধ্যমে। যেমনটা হাদীসে এসেছে,

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'জানা বিষয়ের ওপর যে আমল করে আল্লাহ পাক তাকে অজানা বিষয় জানিয়ে দেন।

দ্বিতীয়ত তাকওয়ার মাধ্যমে। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে ইলম বৃদ্ধি পায়। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলা বলেন,"

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

'তাকওয়া অবলম্বন কর; তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ইলম দেবেন।'

উভয় জাহানের সৌভাগ্য

শায়েখ জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. খালেদ ইবনে অলীদের সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর দরবারে এসে দুনিয়া-

আখেরাত সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাইল। রাসূল সা. বলেন, বল, তোমার কী প্রশ্ন?

: হে আল্লাহর রাসূল! আমি সবচেয়ে বড় আলেম হবো কীভাবে?

: আল্লাহকে ভয় করলে সবচেয়ে বড় আলেম হবে।

: আমি সবচেয়ে ধনী হতে চাই?

: অল্পে তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি হবে সবচেয়ে ধনী।

: আমি সবচেয়ে ভালো মানুষ হতে চাই?

: যে মানুষের উপকার করে সেই সবচেয়ে ভালো মানুষ। তুমি মানুষের উপকার করার চেষ্টা করো।

সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ হতে চাই? :

: নিজের জন্য যা পছন্দ করো অন্যের জন্য তাই পছন্দ করো তাহলে তুমি হবে সবচেয়ে ন্যায়বান।

: আল্লাহর বিশেষ বান্দা হতে চাই?

: বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো, তাহলে তুমি হবে আল্লাহর বিশেষ বান্দা।

: আমি সৎকর্মপরায়ণ হতে চাই?

: আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। দেখতে যদি নাও পাও তিনি তো তোমাকে দেখছেন।

: আমার ঈমান পরিপূর্ণ হবে কীভাবে?

:. মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণ করো, তাহলে তোমার ঈমান হবে পরিপূর্ণ।

: আমি আল্লাহর সবচেয়ে বেশি অনুগত হতে চাই?

: ফরজ আমলগুলো যথাযথ আদায় করো, তাহলে তুমি হবে আল্লাহর সবচেয়ে অনুগত বান্দা।

: গোনাহমুক্ত হয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই?

: ফরজ গোসল ঠিকমত করো, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে গোনাহমুক্ত অবস্থায়।

: কেয়ামতের দিন আমি নূর পেতে চাই?

: কারো ওপর জুলুম করো না, তাহলে কেয়ামতের দিন নূর পাবে।

: আল্লাহ যেন আমার ওপর রহম করেন।

: তুমি নিজের ওপর ও আল্লাহর সৃষ্টির ওপর রহম করো, তাহলে আল্লাহও তোমার ওপর রহম করবেন।

: আমার গোনাহগুলো যেন মিটে যায়?

: বেশি বেশি ইস্তেগফার পড়ো, তাহলে গোনাহ মিটে যাবে।

: আমি সবচেয়ে সম্মানী হতে চাই?

: মানুষের কাছে আল্লাহর শেকায়েত করো না, তাহলে তুমি হবে সবচেয়ে সম্মানী।

: আমার রিজিক যেনো বাড়িয়ে দেয়া হয়?

: সদা পাক-পবিত্র থাক, তাহলে তোমার রিজিক বাড়িয়ে দেয়া হবে।

: আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে প্রিয় হতে চাই?

: আল্লাহ ও তার রাসূল যা ভালোবাসেন তুমিও তাই ভালোবাসো। তারা যা অপছন্দ করেন তুমিও তাই অপছন্দ করো।

: আমি আল্লাহর গজব থেকে বেঁচে থাকতে চাই?

: কারো ওপর রাগ করো না, তাহলে আল্লাহর গোস্বা থেকে বাঁচতে পারবে।

: আমি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত হতে চাই?

: হারাম থেকে বেঁচে থাক তাহলে হতে পারবে মুস্তাজাবুদ দাওয়াত।

: জনসম্মুখে আল্লাহ যেন আমাকে লজ্জিত না করেন?

: নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে লজ্জিত করবেন না।

: আমার গোনাহ-খাতা কীভবে মিটবে?

: চোখের পানি, বিনয়-আনুগত্য ও রোগশোকের মাধ্যমে।
কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়?

• উত্তম চরিত্র, বিনয়-নম্রতা, বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ ও রেজা বিল কাযা।

করো, আলু: কোন পাপ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মারাত্মক?

: চরিত্রহীনতা ও অতিলোভ।

: কোন জিনিস আল্লাহর গোস্বাকে প্রশমিত করে?
: গোপনে দান-খয়রাত ও আত্মীয়তার বন্ধন।

: জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত হবে কিসে?

: রোজা রাখলে।(সোর্স: বই ;তালিবে ইলমের জীবন গঠন)

ইলমের মহব্বত বৃদ্ধির ১২টি উপায়

১. আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হওয়া এবং তাকওয়া ও খোদাভীতির ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। কখনো স্খলন হলে তাওবা করতে দেরি না করা। অধিক পরিমাণে দুআ করা। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে ইলমের মহব্বত পয়দা করে দাও; আমার অন্তরে ইলমের অনির্বাণ তৃষ্ণা সৃষ্টি করে দাও; আমাকে ইলমের স্বাদ লাভ করার তাওফীক দাও; আমাকে দ্বীনের সঠিক 'সমঝ' দান কর; আমাকে ইলমের দৃঢ়তার স্তর দান কর। 'সালাতুল হাজত' পড়ে রাব্বুল আলামীনের দরবারে রোনাজারি করা উচিত। ইলম সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ বেশি বেশি করা উচিত।

২. ইলমের হাকীকত ও স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা; ইলম কাকে বলে, আমরা যে ইলম অন্বেষণ করি তা কোন জিনিসের ইলম; এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? এই ইলম আল্লাহ তাআলার মারেফত ও তাঁর গুণাবলীর ইলম, আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধসমূহের ইলম, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহীর বিধানাবলীর ইলম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত মুবারক ও সুন্নাতের ইলম; এই

ইলম কুরআন ও হাদীসের ইলম। এই ইলমের লক্ষ্য- উদ্দেশ্যও হল আল্লাহ তাআলাকে জানা, তাঁর রাসূলকে জানা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর নির্দেশিত সহজ-সরল পথকে জানা, যা মুক্তি ও নাজাতের একমাত্র পথ। আমরা এসবের বিশ্লেষণধর্মী ও দলীলপূর্ণ ইলমের তালেব।

আমার ধারণা, যদি কোন তালেবে ইলম ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ তাআলাকে হাযের-নাযের জেনে ইলমের হাকীকত ও স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে এটা অসম্ভব যে, তার মধ্যে ইলমের মহব্বত পয়দা হবে না; যে ইলমের মাধ্যমে একজন মানুষের সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে যায়; যে ইলমের মাধ্যমে একজন মানুষ ওহীর ধারক-বাহকে পরিণত হয় সেই ইলমের সঙ্গে মহব্বত পয়দা হওয়ার জন্যে এই বাস্তবতা সম্পর্কে চিন্তা করার চেয়ে আর কীসের প্রয়োজন বাকি থাকে?

৩. এ ব্যাপারে চিন্তা করা যে, ইলমের মান কী? ইলম মূলত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মিরাস, আর একজন আলেম শরীয়ত ও ফিকহের পরিভাষায় আলেম- আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ওয়ারিশ। আর একথা স্পষ্ট
যে, দুনিয়াতে এ পদমর্যাদার চেয়ে উর্ধ্বের কোন পদমর্যাদা নেই। এখন চিন্তা করে দেখুন, আমি ইলমে নবুওয়তের তালেব হলাম, কিন্তু এই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার স্পৃহা আমার মধ্যে নেই, তাহলে আমি কেমন তালেবে ইলম হলাম?

৪. ইলম সম্পর্কে কুরআন হাদীসে বর্ণিত ফযীলতসমূহে চিন্তা-ফিকির করুন; নিশ্চয়ই এটাও ইলমের প্রতি উৎসাহ যোগাবে এবং অন্তরে ইলমের মহব্বত পয়দা করতে সহযোগিতা করবে।

৫. উলামায়ে সালাফের জীবনচরিত মুতালাআ করুন; বিশেষত তাঁদের তলবে ইলমের যুগের ঘটনাবলী বারবার পড়ুন। তাঁরা ইলমের জন্যে কত নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং কীভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মূল্যায়ন করেছেন; ইলম ও আমলের পেছনে কীভাবে তাঁদের জীবনকে বিলীন করে দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে আকাবিরের জীবনী সম্বলিত বিভিন্ন গ্রন্থ ছাড়াও নিচের এক বা একাধিক গ্রন্থের অধ্যয়ন যথেষ্ট উপকার দিবে:

(ক) উলামায়ে সলফ, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী (রহ.) [১৩৭০ হিজরী]।

(খ) সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা আলা শাদায়িদিল ইলমি ওয়াতাহসীলিহী শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) [১৪১৭ হিজরী]।

(গ) আল-উলামাউল উযযাব আল্লাযীনা আসারুল ইলমা আলায যাওয়াজ, শায়খ আবদউল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)।

(ঘ) ক্বীমাতুয যামান ইনদাল উলামা, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)।

(ঙ) আপবীতী, শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.) [১৪০২ হিজরী]।

(চ) মাতায়ে ওয়াক্ত আওর কারওয়ানে ইলম, মাওলানা ইবনুল হাসান আব্বাসী।

উলামায়ে সলফের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা ইলমের মহব্বত, ইলমের জন্যে বিলীন হওয়ার স্পৃহা জাগ্রত করার জন্যে মহৌষধ। এ ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া উচিত। ভাবা উচিত যে, ইলমের জন্যে বিলীন হওয়ার দ্বারা, ইলমের জন্যে তাঁদের জান উৎসর্গ করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে কত উঁচু মকাম দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি জীবের অন্তরে তাঁদের কত মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে কত মান-মর্যাদা ও শান-শওকত দান করেছেন। এ পর্যায়ের ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে যথার্থই বলা হয়েছে-

إِنَّ الْمُلُوكَ يَحْكُمُونَ عَلَى الْوَرَى، وَعَلَى الْمُلُوكِ لَتَحْكُمُ الْعُلَمَاءُ.

মুফতী নেযামুদ্দীন শামেযী (রহ.) বলতেন, অভিযোগ করা হয় যে, উলামায়ে কেরামের মর্যাদা দেওয়া হয় না; আমি বলি, আগে 'আলেম' হও; দেখবে এখনো মর্যাদা দেওয়ার লোক আছে।' আর একথা স্পষ্ট যে, ইলমের জন্যে বিলীন হওয়া এবং ইলমের জন্যে জীবন উৎসর্গিত করা ছাড়া এরূপ আলেম হওয়া অসম্ভব।

৬. যে সব আলেম ও তালেবে ইলম নিজেকে বিলীন করে দিয়ে ইলমের মহব্বতে ডুবে আছে তাঁদের সংশ্রবও ইলমের মহব্বত বৃদ্ধি করে, এটি একটি পরীক্ষিত বিষয়।

৭. উলামায়ে কেরামের ইলমী মুযাকারার মজলিসে অংশগ্রহণও ইলমের মহব্বত সৃষ্টির সহায়ক হিসেবে সুপ্রমাণিত। এটি এমন এক পরীক্ষিত বিষয়, যার প্রভাব আমীর বাদশাহদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস সাক্ষী, ইমাম তবরানী (২৬০-৩৬০ হিজরী) এবং ইমাম আবু বকর জিআবী (২৮৪-৩৫৫ হিজরী)-এর হাদীসের মুযাকারার একটি মাত্র মজলিস দেখে যে মজলিসে তবরানীর পাল্লা ভারী ছিল, উযীর ইবনুল আমীদ এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল যে, 'আহা! যদি আমার উযীরীর পরিবর্তে এমন হত যে, আমি তবরানীর আসনে হতাম আর আমার সে আনন্দ অর্জিত হত যে আনন্দ তবরানীর হয়েছে।'

(সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৬/১২৪)

খলীফা মামুনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার এমন কোন আকাঙ্ক্ষা কি বাকি আছে যা পূর্ণ হয়নি? বললেন, একটি আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই বাকি আছে- যদি আমার আশপাশে হাদীসের তালাবা হত, তারা আমার কাছে হাদীস লিখতে চাইত, বলত- من ذكرت، رحمكم الله আর আমি তাদেরকে হাদীস লেখাতাম!! (আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল ১৮০; শরফু আসহাবিল হাদীস ৯৮)

ইলমের অবক্ষয় সত্ত্বেও কোথাও না কোথাও ইলমী মুযাকারা ও আলোচনার কম-বেশি ছোট-বড় মজলিস পাওয়া যাবেই। যদি না পাওয়া যায় তবে পূর্ববর্তীদের এ ধরনের মজলিসের ঘটনাবলী পড়ে নিন। ইনশাআল্লাহ এতেও অন্তরের সুপ্ত স্পৃহা অবশ্যই জাগ্রত হবে।

৮. অধিক পরিমাণে 'শাআয়েরে ইসলাম'-এর আযমত ও মহব্বত অন্তরে বসানোর চেষ্টা করুন; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত বাড়ানোর চেষ্টা করুন, ইলমের সম্পর্ক যেহেতু 'শাআয়েরে ইসলাম'-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'ইবাদাতুল্লাহ ও কালামুল্লাহ'-এর

সঙ্গে, তাই এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খাঁটি মহব্বত অন্তরে থাকবে, ইসলামের শাআয়েরের সত্যিকারের আযমত ও মহব্বত অন্তরে থাকবে অথচ ইলমের মহব্বত পয়দা হবে না।

৯. অন্তঃকরণকে যা ইলমের আধার, দুনিয়ার লোভ-লালসা, গাইরুল্লাহর মহব্বত এবং ইলমের অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে; ইলমের উপকরণ- জিহ্বা, কান ও চোখের হেফাযত করা। এটিও এই বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা, যা এমনিতেই ফরয এবং ইলমে নাফের জন্য শর্তও বটে। এ ব্যাপারে যত্নবান হলে অন্তরে এমনিতেই আগ্রহ সৃষ্টি হবে; যা ধীরে ধীরে ইলমের মহব্বত; এর পর ইলমের জন্যে বিলীন হওয়ার স্তরে উন্নীত করবে।

১০. এ ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, ইলমের মহব্বত ছাড়া ইলমে দৃঢ়তার স্তর অর্জিত হবে না। আর ইলমে দৃঢ়তা হাসিল না হলে শুধু গতানুগতিক আলেম হওয়ার দ্বারা না আমি দ্বীনের কোন কাজে আসব না দুনিয়ার। তাই আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে আমি নিজে বা আমার অভিভাবকরা আমার জন্যে যে ময়দান নির্বাচন করেছেন আমাকে তো ওই ময়দানেই কুরবান হয়ে যেতে হবে।

১১. একথা চিন্তা করুন, তালেবে ইলমের অভ্যাসই এমন হওয়া উচিত যে,গুরুত্বপূর্ণ কোন কিতাব তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। সে তা পড়া শেষ করা ব্যতীত ছাড়তেই পারে না। ফকীহ ও বিজ্ঞ রচয়িতা তাকে এরূপ আকর্ষণ করে যে, সে এই রচয়িতার যা কিছু পায় সবই পড়ে ফেলে। ইলমী গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, সে এই বিষয়ে যা কিছু পায় সবই সংগ্রহ করে এবং একে একে সব কিতাবের প্রতিটি লাইন পড়ে শেষ করে। যদি আমার অবস্থা এমন না হয়ে থাকে তাহলে আমি নামেমাত্র তালেবে ইলম; আমি কেন এমন তালেবে ইলম হব না যে, ইলম, ইলমের ধারক-বাহক ব্যক্তিবর্গ এবং ইলমের উপকরণাদিই আমাকে মহব্বত করতে আরম্ভ করবে। এর পর উভয় দিকের আকর্ষণে আমি ইলমের পথে বিলীন হয়ে যাওয়ার স্তরে উন্নীত হব এবং দ্বীনের সঠিক সমঝ, ইলমের দৃঢ়তা, তাকওয়া ও খোদাভীতির আসনে সমাসীন হব।

১২. ইলমের মহব্বতের ধারাবাহিকতার সর্বশেষ কথা হল, প্রতিটি তালেবে ইলমের মাঝেই আল্লাহ তাআলা ইলমের মহব্বতের জওহর গচ্ছিত রেখেছেন। যদি ইলমের মহব্বত কিছু না কিছু নাই থাকত তাহলে সে ইলমের জন্যে মাদরাসায় ভর্তি হত না। এখন আমাদের কর্তব্য হল এই সহজাত মহব্বতকে কাজে লাগানো। কষ্ট-মেহনত করে কিছু ইলম হাসিল করা এবং ইলমের হাকীকত ও গুঢ়তত্ত্বের অবগতি অর্জন করা। এতে অন্তরে এক বিশেষ প্রকার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এরপর ধীরে ধীরে ইলমের মহব্বতের ওই স্তর অর্জিত হবে, যে স্তরে পৌঁছলে মানুষের কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু তুচ্ছ মনে হয়(সোর্স:বই: তালিবানে ইলম পথ ও পথেয়)।

ইলম মোতাবেক জীবন গঠন

শব্দজ্ঞানের সম্পর্ক স্মৃতিশক্তির সঙ্গে। শব্দজ্ঞানে জীবন খুব কমই গড়ে। জীবন গড়ে মূলত তত্ত্বজ্ঞানে বা নূরে ইলমে। নূরে ইলমের সম্পর্ক দিলের সঙ্গে। নূরে ইলম পাওয়া যায় আল্লাহওয়ালাদের কাছ থেকে। তাদের সোহবতে অন্তরে নুর আসে, সাকীনা ও প্রশান্তি আসে। মুরদা দিল জিন্দা হয়। এজন্যই বলা হয়,

عَلَيْكُمْ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتِمَاعِ كَلامِ الْحَكَمَاءِ

'তোমরা আলেমদের সাথে বসো এবং বিজ্ঞজনদের কথা শোনো।'

শব্দজ্ঞানে কিছু কথা শেখা যায়, কিন্তু আমল শেখা যায় না। আমলের জন্য জরুরী হলো দিলের ইসলাহ। আর দিলের ইসলাহের জন্য আল্লাহ- ওয়ালাদের সোহবতের বিকল্প নেই। ইলম বড় পবিত্র জিনিস, পবিত্র বর্তনেই তা দেয়া হয়। গোনাহের নাপাক থেকে দিল পাক করলে নূরে ইলম দিয়ে আল্লাহ তা ভরে দেবেন।
স্মরণ রাখা চাই, জবান চলে দেমাগের ইলমে আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলে নূরে ইলমে। তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জন হয় সেই নূরে ইলম।(বই:তালিবে ইলমের জীবন গঠন)